PDF Created by hillbd.com

চাকমা জাতীয় বিচার পদ্ধতি
ও
চাকমা উত্তরাধিকার প্রথা

শ্রীবঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান

PDF Created by hillbd.com

চাকমা জাতীয় বিচার পদ্ধতি
ও
চাকমা উত্তরাধিকার প্রথা

শ্রীবঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান

PDF Created by hillbd.com

প্রকাশক ঃ

সুবিমল দেওয়ান

কালিন্দীপুর [কলেজ গেইট]

রাঙ্গামাটি

প্রকাশকাল ঃ

শ্রাবণ—১৩৯৩

আগষ্ট—১৯৮৬

মূল্য—পনের টাকা

মুদ্রাকর ঃ

কালীশঙ্কর দেওয়ান

সরোজ আর্ট প্রেস

রিজার্ভ বাজার

রাঙ্গামাটি

PDF Created by hillbd.com

উৎসর্গ

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিবারে যাঁর জন্ম, জ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা
হাতে নিয়ে একদা যিনি এই অখ্যাত অঞ্চলে এসেছিলেন
এবং যাঁর মহান সান্নিধ্যে এসে লেখার কাজে আমার
প্রথম হাতে খড়ি, সেই মহীয়সী নারী ব্রহ্মানন্দ
কেশবচন্দ্র সেনের পৌত্রী এবং বাংলাদেশের
মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাবেক উপদেষ্টা
রাজমাতা বিনীতা রায়ের
ক র ক ম লে ষু

ইতি—
স্নেহধন্য
শ্রীবঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান

কালিন্দীপুর, কলেজ গেট
রাঙ্গামাটি
২০শে অক্টোবর ১৯৮৫ ইং

PDF Created by hillbd.com

ভূমিকা

চাক্‌মা জাতির ইতিহাস নিয়ে ইতিবৃত্তকারগণের মধ্যে মতভেদ থাকলেও চাক্‌মারা যে এককালে একটা স্বাধীন জাতি ছিল এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের কোন দ্বিমত নেই। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা রেখার মধ্যে নিজস্ব ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে তখন চাকমারা পরম শান্তিতে বসবাস করতেন। শৌর্য্যে বীর্য্যে, জ্ঞানগরিমায়, সুস্থ ও সুন্দর সমাজ ব্যবস্থায় চাক্‌মাদের ইতিকথা অতি উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত ছিল।

চাক্‌মা রাজাই ছিলেন চাক্‌মা জাতির প্রধান। দেওয়ানী, ফৌজদারী আরম্ভ করে অন্যান্য সব ধরণের সামাজিক বিচার রাজা করতেন এবং প্রজাদের সার্বিক মঙ্গল ও উন্নয়নের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। ফলে চাক্‌মাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য, সাম্য ও মৈত্রীর ভাব বিরাজমান ছিল।

পরবর্তীতে বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর রাজার নিকট থেকে সামাজিক বিচার ছাড়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ক্ষমতা বৃটিশ সরকার কেড়ে নেন।

তথাপি চাক্‌মাদের সমাজ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও বাস্তবধর্মী। নদীর তীরে অথবা ছড়ার পাড়ে গ্রাম তৈরী করে অভাব-অনটনে, অসুখ-বিসুখে পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা দান করে একতাবদ্ধভাবে চাক্‌মারা জীবন যাপন করতেন। চাক্‌মাদের নৈতিক চরিত্র ছিল অত্যন্ত পবিত্র ও মহৎ। চুরি, ডাকাতি, খুনখারাবি, রাহাজানি ইত্যাদি সমাজ বিরোধী কাজ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখাই ছিল চাক্‌মাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু চাক্‌মাদের পূর্বের সেই গৌরব এখন আর নেই। বর্তমান শিক্ষার সন্ধিক্ষণে তারা তাদের পূর্বের সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা হারাতে বসেছে।

PDF Created by hillbd.com

নৈতিক অবক্ষয় এখন চাক্‌মা সমাজকে দিন দিন অবনতির দিকে নিয়ে চলছে। সমাজ এখন অস্থিরতার অথৈ জলে অসহায় অবস্থায় ভাস্‌ছে।

ঠিক এমনি এক সঙ্কটময় সময়ে প্রবীণ চিন্তাবিদ ও গবেষক বাবু বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ানের **চাকমা জাতীয় বিচার পদ্ধতি ও চাকমা উত্তরাধিকার প্রথা** প্রকাশিত হলো।

উক্ত গ্রন্থটিতে চাক্‌মা জাতির বিভিন্ন রীতিনীতি, সামাজিক বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে যা আমাদের চাক্‌মা সমাজ ব্যবস্থার পুর্বের নিয়ম কানুন ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

বাবু বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়া নর শ্রম সার্থক হোক এবং চাক্‌মা সমাজ নৈতিক অবক্ষয় মুক্ত হোক।

কালিন্দীপুর, রাংগামাটি
২০ | ১০ | ৮৫ইং

সুবিমল দেওয়ান
মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাবেক সহকারী উপদেষ্টা

PDF Created by hillbd.com

চাকমা জাতীয় বিচার পদ্ধতি

PDF Created by hillbd.com

উপক্রমণিকা

সেই চিরন্তন নারীঘটিত সমস্যাবলী নিয়েই চাকমা জাতীয় বিচারের উদ্ভব ঘটে। চাকমা জাতীয় বিচার একাধারে চাকমাদের সমাজ শাসন প্রণালী। মানবিক দৌর্ব্বল্যের কারণে সমাজের স্তরে স্তরে যেসব স্খলন, পতন ঘটে, চাকমা সমাজে যে ভাবে সেসব বিবিধ সমস্যার সমাধান করে এ যাবৎ সমাজের অখণ্ডতা রক্ষা করা হয়ে আসছে, এক কথায় তাই হচ্ছে চাকমাদের জাতীয় বিচার পদ্ধতি। কিন্তু এর জন্মলগ্ন থেকেই যে এর চারদিকে সূক্ষ্ম একটা রহস্যের আবরণ ঘিরে রয়েছে। একে নিয়ে সমাজের কর্ত্তাব্যক্তিদের মধ্যে সর্ব্বত্রই একটা রাখ ঢাক ভাব দেখা যায়। একটু বয়স হতেই দেখেছি সম্পূর্ণ ব্যাপারটা মন্ত্রগুপ্তির মত তাদের মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। সাধারণত হেডম্যান অথবা কার্ব্বারীর বাড়ী কিংবা কোন অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব জনবিরল জায়গায় এসব বিচার সভার কাজ চলে। একটু বয়স্ক না হলে কোন জাতীয় বিচার চলাকালীন অপরিণত বয়সী কাউকে বিচার সভায় হাজির থাকতে দেওয়া হয় না। বিশেষতঃ এসব মামলায় এমন সব প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে এবং প্রশ্ন করতে হয় যার সবগুলি অত্যন্ত শালীনতা বিহীন এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের শোনার অযোগ্য। সমস্ত ব্যাপারটাতে একটা আড়াল রাখার পেছনে এও একটা কারণ বটে। ইত্যাদি কারণে ভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা দুরে থাক, সাধারণ চাকমা জনগণের পক্ষেও পুরোপুরি ব্যাপারটা জানার আদৌ সুযোগ ঘটে না। এমনি উপরি উপরি চাকমা জাতীয় বিচার সম্বন্ধে সবাই হয়তঃ কিছু না কিছু ওয়াকিবহাল আছেন, কিন্তু সমাজের বিশিষ্ট কিছু সভ্য ছাড়া পুরো ব্যাপারটা

PDF Created by hillbd.com

কেউ জানেন না। সৌভাগ্যক্রমে আমার কিন্তু কিছুটা জন্ম সূত্রে, পরবর্তী-কালে আমার কর্ম্মজীবনে জানার সে সুযোগ ছিল। বাপ-দাদার আমল থেকে গোত্র প্রধান হিসাবে আমার বংশের লোকেরা জাতীয় বিচারের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। সেই সূত্রে কোনকালে জাতীয় বিচারের মূলকথাগুলো মোটামুটি আমার জানা হয়ে যায়। তা'ছাড়া প্রথম যৌবনে আমি কিছুকাল চাকমা রাজ সরকারে চাকরি করি। সেই সময় স্বর্গতঃ চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায় বি,এ, মহোদয়ের দুর্লভ সান্নিধ্যে এসে, বলতে গেলে তাঁর কাছেই হাতে কলমে চাকমা জাতীয় বিচার শেখার পাঠ নেই। এরপর ষাটের দশকে যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের বেঞ্চ সহকারী পদে কাজ করি তখনও আমাকে চাকমা জাতীয় বিচারের আপীল দর আপীল ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর ঘাঁটাঘাটি করতে হয়। এই সময় থেকে আমি ধীরে ধীরে চাকমা জাতীয় বিচার, চাকমা উত্তরাধিকার প্রথা ইত্যাদি বিষয়ে রেফারেন্স সংগ্রহ করতে শুরু করি। পরবর্তীকালে বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমার কাছে আসেন। তাঁদের মধ্যে আছেন খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক জনাব আবদুস সাত্তার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এ, ডব্লিউ, এইচ, আবদুল হক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদক ডঃ দুলাল চৌধুরী, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডের মিস্ আইরিন ও মিঃ মার্সেল আকেরমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিস্ রীণা রাণী চাকমা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ ধর্ম্মজ্যোতি চাকমা প্রমুখ। ডঃ দুলাল চৌধুরী আমার দেওয়া তথ্য নিয়ে কলিকাতা থেকে 'চাকমা প্রবাদ' নামে একটি বই লিখে আমার নামেই তা উৎসর্গ করেছেন। ১৯৮০ সালে স্থানীয় সাপ্তাহিক বনভূমি পত্রিকায় ৪ঠা মে তারিখ থেকে চাকমাদের উত্তরাধিকার বিষয়ে আমার লেখা একটি প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। জুন, ১৯৮১ সালে স্থানীয় রাঙ্গামাটি সাধারণ পাঠাগার 'অঙ্কুর' নামে একটি সঙ্কলন বের করে। তাতে চাকমা জাতীয় বিচার পদ্ধতি নিয়ে আমারও একটি লেখা স্থান পায়।

PDF Created by hillbd.com

সমাজ ব্যবস্থা

চাকমা সমাজ ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক এবং পুরোপুরি না হলেও বহুলাংশে রক্ষণশীল। এককালে স্বাধীন চাকমা রাজ্যের অস্তিত্ব থাকলেও পরবর্ত্তীতে নানা ঘাত প্রতিঘাত এবং বিবিধ প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার চাপে পড়ে চাকমারা কয়েক শতাব্দী কাল ধরে কক্ষচ্যুত উল্কার মত ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান যাযাবর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। এসময় সামাজিক রক্ষণশীলতাই ছিল তাদের পক্ষে টিকে থাকার একমাত্র চাবিকাঠি। এখনও অবশ্য অবস্থার বিশেষ হের ফের দেখা যায় না। মুষ্টিমেয় জনসমষ্টির পক্ষে রক্ষণশীলতা তাদের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। লজ্জাবতী লতা কিছু একটার সংস্পর্শে এলে সাথে সাথে নিজেকে কুঁকড়ে গুটিয়ে ফেলে। এও তার রক্ষণশীলতা, এটা তাঁর বাঁচার তাগিদ। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এ অঞ্চলে এসে বৃটিশ রাজত্বের ছত্র ছায়ায় থেকে চাকমাদের মধ্যে কিছুটা স্থিতিশীলতা এসে পড়ে। এখানে চাকমা সার্কেলেই অধিকাংশ চাকমা বাস করে। মং সার্কেলেও চাকমা লোক সংখ্যা বড় কম নয়। তবে বোমাং সার্কেলে এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। পার্শ্ববর্ত্তী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং মিজোরাম অঞ্চলেও বহু চাকমা বাস করে। ১৯৬৬ ইংরেজীতে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ লোক মারিশ্যা অঞ্চল থেকে ভারতের অরুণাচল প্রদেশে চলে যায়। ইত্যাদি মিলিয়ে চাকমাদের বর্ত্তমান লোক সংখ্যা আট লাখের মত হতে পারে। চাকমা রাজা শুধুই নরপতি, তিনি ভূপতি নন। সে কারণে আগেকার দিনে কোন চাকমা প্রজা এলাকা ছাড়িয়ে দূর অঞ্চলে কোথাও বসতি নিলেও প্রতিবছর গোত্রপ্রধানের কাছে এসেই তার প্রাপ্য খাজানা আদায় করে দিতে হতো। তখন রাজা ছিলেন সবার উপরে। তাঁর অধীনে বিভিন্ন গোত্র প্রধান দেওয়ান, তালুকদার প্রভৃতি প্রজা শাসন করতেন। বৃটিশ সরকার মৌজা প্রথা চালু করার সাথে সাথে এসব পুরানো বিধি ব্যবস্থা রদ হয়ে যায়। এখন রাজার অধীনে মৌজা হেডম্যানগণ এই কাজ পরিচালনা করেন। হেডম্যানদের অদস্তে প্রতিগ্রামে এক একজন কার্বারী আছেন, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে সমতলের গ্রাম্য মাতব্বরের

PDF Created by hillbd.com

দায়িত্বই পালন করে থাকেন। এঁদের মধ্যবর্ত্তী আর একজন পদস্থ ব্যক্তি আছেন, যিনি হেডম্যানও নন এবং কার্বারীও নন। চাকমা সমাজ ব্যবস্থায় এঁর উপাধি 'খীসা'। এঁর অবস্থান অনেকটা অনারারি। চাকমা রাজা বাহাদুর তাঁর প্রজাদের মধ্যে যে কাউকে এই পদবীতে ভূষিত করতে পারেন। পক্ষান্তরে এই খীসাকে প্রতি বছর রাজার জন্য উপঢৌকন স্বরূপ 'আক্‌চোলি' দিতে হয়। 'আক্‌চোলি অর্থ অগ্রফসল জাত কিছু চাল, যার পরিমাণ দশ থেকে বিশ সের পর্য্যন্ত হতে পারে। সঙ্গে থাকে একটা বড় মোরগ। এরূপ প্রজা অর্দ্ধ স্বকর অর্থাৎ দেয় খাজানার অর্দ্ধেকাংশ মাত্র তাকে আদায় করতে হয়। তখনকার দিনে একটা আক্‌চোলিতে ব্যয় খুবই সামান্য। বিশ সের চালের দাম বড়জোর এক টাকা আর একটা বড় মোরগের দাম আট আনার উপরে কিছুতেই নয়। এখন আক্‌চোলি দেওয়াটা সে পরিমাণে অনেক বেশী ব্যয় বহুল হয়ে পড়েছে। আর এই প্রথাও এখন প্রায় নাই বললেই চলে।

সামাজিক বিধিমতে প্রত্যেক জুমিয়া অর্থাৎ জুম চাষকারী প্রজাকে বার্ষিক ৬ টাকা হারে খাজানা দিতে হয়। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সরকারও এখন এই খাজানার অংশ পেয়ে থাকেন। ইংরেজ আমল থেকেই এটা চলে আসছে যদিও মাঝখানে খাজানার হার এবং অংশ বিভাগ নিয়ে কিছুটা তারতম্য ছিল। উপরোক্ত ৬ টাকার মধ্যে রাজার প্রাপ্য ২·৪০ টাকা এবং মৌজা হেডম্যান পেয়ে থাকেন ২·২৫ টাকা। অবশিষ্ট ১·২৫ টাকা সরকারের প্রাপ্য। জুম চাষকারীদের মধ্যে বিশেষ অবস্থার কিছু লোক খাজানা মকুব পেয়ে থাকে। যেমন,—হেডম্যান, কার্বারী, রাড়া (মৃতদার),রাড়ী (বিধবা), রুগ্নব্যক্তি ইত্যাদি। খীসা অর্দ্ধ স্বকর তাতো আগেই বলা হয়েছে। তাছাড়া 'নুয়া বেলক্যা' অর্থাৎ নতুন পৃথক নে যাওয়া ব্যক্তিও অর্দ্ধ স্বকর। কেউ ভিন্ন মৌজায় গিয়ে জুম করলে তাকে 'পারকুল্যা' বলে। সেক্ষেত্রে তাকে নিজ মৌজায় পুরো খাজানা এবং যে মৌজায় জুম করা হয় সে মৌজার হেডম্যানের কাছেও অর্দ্ধ খাজানা আদায় করতে হয়। দুর অতীতে এই জুম খাজানা আদায় করা সবার জন্য প্রায় বাধ্যতামূলক ছিল কারণ, সে সময়ে সবাই ছিল একমাত্র জুম

PDF Created by hillbd.com

কৃষি নির্ভর। ইংরেজ আমল থেকে অধিকাংশ চাকমা ক্রমে ক্রমে ভূমি কৃষি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং তখন থেকে যে প্রকৃত জুম চাষ করে আইনতঃ কেবল তাকে এই জুম খাজানা দিতে হয়।

চাকমা সমাজ ব্যবস্থা এককালে খুবই উন্নত ছিল। সহজ ভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি সমাজ বিধি সমূহের মধ্যেই যেন একেবারে ওতঃপ্রোতভাবে নিহিত ছিল। কেউ খাবে তো কেউ খাবেনা, চাকমা সমাজ ব্যবস্থায় এটা ছিল একরূপ অজানা। তখনকার দিনে ফসল উঠার পরে গাঁয়ের মোড়ল প্রাথমিক ভাবে গাঁয়ের ঘরে ঘরে একটা জরিপ চালিয়ে যেতেন, কার ঘরে কি পরিমাণ ফসল উঠেছে। যদি দেখা যায় কারও সম্বৎসরের খোরাকীতে টান পড়বে তখন যার কাছে বাড়তি ফসল হয়েছে তার কাছ থেকে ঐ পরিমাণ ধান নিয়ে তার ঐ ঘাটতিটা পুষিয়ে দেওয়া হতো। যার কাছে বাড়তি ফসল থাকে সেও অকাতরেই দিয়ে দিত কারণ, সে নিশ্চিত জানে, আগামীতে তার বেলায়ও অনুরূপ সাহায্য তোলাই আছে। এমনি ভাবে তখন সারা গাঁয়ে প্রকৃতপক্ষে একটা সুষম খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থাই চালু ছিল। বর্ত্তমান বহিঃসভ্যতার সংস্পর্শে এসে অর্থনৈতিক টানা পোড়েনে এমন একটা সুন্দর প্রথা এখন চাকমা সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

'মালেয়্যা' প্রথা সমাজে কোথাও কোথাও এখনও কিছু পরিমাণে টিকে আছে। এটাও চাকমাদের মধ্যে একতা, সহযোগিতা ইত্যাদি বিবিধ সদগুণেরই বহিঃ-প্রকাশ। কেউ যদি, কি জুমের কাজে, কি চাষের কাজে পিছিয়ে থাকে, তাহলে সে পাড়ার দশজনের যৌথ সাহায্য নিয়ে তার সে কাজে সমতা আনতে পারে। সেক্ষেত্রে সে বাড়ী বাড়ী গিয়ে সবার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, পরদিন পাড়ার প্রত্যেক বাড়ী থেকে এক একজন শক্ত সমর্থ লোক এসে যার যার কৃষি হাতিয়ার নিয়ে একই দিনে তার অসম্পূর্ণ কাজটা সম্পূর্ণ করে দিয়ে যায়। সমস্ত ব্যাপারটাই অবৈতনিক; শুধু তাদের খানাটা দিলেই চলে। রুগ্ন, রাড়া, রাড়ী ইত্যাদি অসচ্ছল ব্যক্তিদের বেলায় তাও নেওয়া হয় না।

PDF Created by hillbd.com

এমন সহজ ভ্রাতৃত্ববোধ একমাত্র উপজাতীয়দের মধ্যে ছাড়া বোধ হয় সভ্য জগতে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। রোগী পরিচর্য্যা এবং প্রয়োজনে রাত্রি জাগরণ এখনও গ্রাম অঞ্চলে পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যেই পালাক্রমে চলে। মৃত সৎকার কাজেও কাউকে বলার অপেক্ষা রাখেনা, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সবাই এসে কাজে অংশ গ্রহণ করে।

চাকমা বিবাহ প্রথা

এখন চাকমা জাতীয় বিচার প্রসঙ্গে আসার আগে চাকমা বিবাহ প্রথা নিয়ে কিছু বলা দরকার। কারণ, বিবাহের যেসব খুঁটিনাটি আচার বিধি রয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটার বরখেলাপ ঘটলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জাতীয় বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। বলা বাহুল্য, চাকমা সমাজে কন্যাপণ প্রথা বিদ্যমান। বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে এর কোন অস্তিত্ব না থাকলেও গ্রামের সাধারণ আবেষ্টনীর মধ্যে আজো বিয়ে করতে হলে বরকে কনের জন্যে নির্দ্ধারিত পণ আদায় করতে হয়। চাকমা কথায় কন্যাগণকে 'দাভা' বলে। এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কন্যাপক্ষের দাবী মতে নগদ টাকায় কিংবা চাউল, শুকর ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে কনের বাপকে সহায়তা দিতে হয়। এগুলোকে বলা হয় 'উবোর খজ্জি'। বিয়ের পরে কিন্তু স্ত্রীর দোষে ছাড়াছাড়ি অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে এইসব খরচ পাতি সম্পূর্ণ জাতীয় বিচারে স্বামী ডিক্রী পেয়ে থাকে। তাছাড়া 'বোয়ালী' অর্থাৎ বিয়ের সময় দেওয়া বস্ত্রালঙ্কারও স্বামী ফেরত পায়।

সমাজে কারো ছেলে বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠলে পালটি ঘর দেখে ছেলের বাপ উপযুক্ত দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে সেখানে কনে দেখতে যায়। রহস্য করে এটাকে বলা হয় 'জুম বেড়ানা'। কার্ত্তিকের শেষ কিংবা অগ্রাণের শুরুতে চাকমারা সাধারণতঃ পরের মৌসুমের জন্যে জুমের খোঁজে বার হয়। কারো কোন জায়গা পছন্দ হয়ে গেলে তখন সে তার চারধারে খোঁচা খোঁচা জঙ্গল কেটে তাতে ক্রুশের আকারে গাছ কিংবা বাঁশের কঞ্চি পুতে চিহ্নিত করে রাখে।

PDF Created by hillbd.com

তখন সেটা হলো তার 'ধরা জুম' অর্থাৎ জুমের জন্য পছন্দ করা জঙ্গল। এর পরে অপর কেউ সেখানে জুম করতে গেলে সামাজিক বিচারে সে দণ্ডনীয় হয়ে পড়ে। তেমনি কেউ কারো ঘরে কনে দেখার জন্যে আনাগোনা শুরু করলে সেটার একটা ফয়সালা না হতেই কেউ আবার সে ঘরে কনে দেখতে গেলে সেও অনুরূপ ভাবে সামাজিক আদালতে দণ্ডনীয় হয়ে থাকে।

পুরোপুরি সম্বন্ধ ঠিক করতে একাধিকবার কনে দেখার পালা চলে। প্রায় ক্ষেত্রে তিনবারেই পাকা কথা হয়ে যায়, তাই শেষবার কনে দেখাকে চাকমা কথায় 'তিনপুর' বলে। ঐদিন বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তাকে প্রচুর মদ এবং বিবিধ দ্রব্য সামগ্রী উপঢৌকন দিয়ে পাকা কথা নিয়ে নেয়। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'মদপিলাং গহানো'। এরপর কিন্তু কন্যাকর্ত্তা কোন কারণে ঐ পাত্রের জন্যে মেয়ের বিয়ে দিতে না পারলে জাতীয় বিচারে দণ্ডনীয় হয়ে থাকে। তিনপুরের দিন কনের বাপের বাড়ীতে ছোটখাট একটা ভোজসভা বসে। এসময় কন্যাপক্ষের দাবী দাওয়া অর্থাৎ দাতা, উবোর খজ্জি, বোয়ালী ইত্যাদির পরিমাণ ঠিক করা হয়ে থাকে।

চাকমা বিয়ের অনুষ্ঠানকে বলে 'চুমুলাং'। এর জন্যে বিশেষ এক ধরণে পূজা দিতে হয়। এতে পৌরহিত্য করার জন্যে সমাজে আলাদা লোক আছে। এদের বলা হয় 'অঝা'। এই অঝা বিয়ের একজন প্রধান সাক্ষীরূপে গণ্য হয়ে থাকে। চাকমা বিয়েতে আরেক অনুষ্ঠান রয়েছে, যার নাম 'জদন্‌বানাহ্'। এই অনুষ্ঠানটি একরূপ স্বয়ং সম্পূর্ণ। এতেই বরকনের বিয়ে সমাজের স্বীকৃতি লাভ করে। এতে কোন মন্ত্রোচ্চারণের বালাই নেই। অঝা বা যে কেউ বরকনের ঠাট্টা সুবাদের একজন বয়স্ক লোক নব-দম্পতির ভাবী বসবাসের জন্যে নির্দিষ্ট কক্ষে একখানা পাটির উপর বরের বামে কনেকে বসিয়ে উচ্চৈস্বরে বিয়েতে উপস্থিত জনমণ্ডলীর মতামত প্রার্থনা করে,—"অমুক আর অমুকের জদন্ বানি দিবার্ উঘুম্ আছে নে নেই ?" অর্থাৎ "অমুক বর আর অমুক কনের জোড়া বাঁধার হুকুম আছে কিনা। সবাই তেমনি উচ্চৈস্বরে "আছে। আছে !!—" বলে স্বীকৃতি জানালে উক্ত লোক সাথে সাথে একখানা সাত হাত লম্বা বস্ত্র

PDF Created by hillbd.com

খণ্ড নিয়ে উপবিষ্ট বর আর কনের কোমরে একত্রে বাঁধে। সমাজে কোথাও যাতে গোপনে কোন অবৈধ বিয়ে হতে না পারে সেজন্যেই এরূপ বিধি বিধান চালু হওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পরে আবার সমাজের অনুমতি নিয়ে বাঁধন খুলে দেওয়া হয়। বর আর কনে তখন তড়িৎ গতিতে যার যার আসন থেকে উঠে পড়ে। সাধারণের বিশ্বাস, যে এই আসন থেকে আগে উঠতে পারে সেই সারা জীবন অপর জনের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারবে।

আর্থিক অসঙ্গতির কারণে কেউ চুমুলাং করে উপস্থিত ব্যয় বহুল বিয়ের নিমন্ত্রণ খাওয়াতে না পারলে সাময়িকভাবে শুধু বর কনের জোড়া বেঁধে দিলেও ওরা সমাজে স্বামী স্ত্রী রূপে বসবাস করতে পারে। এর জন্য সমাজে কোন প্রশ্ন উঠতে পারেনা। পরে এক সময় চুমুলাং করে সমাজের প্রাপ্য খানাটা চুকিয়ে দিলেই চলে। একে বলে 'খানা সিরানা'। বিয়েতে যেন তেন প্রকারেন একটা সামাজিক খানা দেওয়া একরূপ বাধ্যতামূলক। এর ব্যত্যয় ঘটলে সামাজিক দণ্ডের বিধান আছে। বিয়ের খানায় 'টক' একটা অপরিহার্য্য ব্যঞ্জন, যাকে চাকমা ভাষায় 'খাদা' বলা হয়ে থাকে। খাদা খাওয়া না হলে 'খানা সিরানা' ব্যাপারটাই একরূপ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ধাবামান্য (Elopement)

সামাজিক প্রথামতে বিয়ে করা ছাড়া চাকমা সমাজে আরেক প্রকার সুপ্রাচীন বিবাহ রীতি প্রচলিত আছে, যার নাম 'ধাবামান্য' বা ইলোপমেন্ট। যুবক যুবতী মনোমিলন হয়ে অনেক সময় বিবাহের ইচ্ছায় একত্রে জঙ্গলে কিংবা কোন আত্মীয় বাড়ীতে আত্মগোপন করে। অনুকুল পরিবেশ দেখা দিলে পলাতক ও পলাতকা এক সময় তাদের গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসে। তখন মেয়েটির মা বাবার কাছে একটা ফয়সালার জন্যে লোক যায়। কোন রকম বিশেষ বাধা কিংবা সম্বন্ধে না আটকালে মেয়েটির মা-বাপের দাবী মেনে নিয়ে এবং সমাজের দাবী মিটিয়ে দিয়ে পলাতক যুগলের তখন বিয়ে হতে

PDF Created by hillbd.com

পারে। মেয়ের বাপের অমত হলে কিন্তু গণ্ডগোল লেগে যায়। তখন সামাজিক বিচারে মেয়ে ফেরত দিতে হয়। মেয়ের বাবা এভাবে তিনবার পর্যন্ত মেয়ে ফেরত পাওয়ার অধিকারী থাকে। চতুর্থবার পলায়নের পর মেয়ের বাবার মতামত ছাড়াই পলাতক যুগলের বিয়ে হতে পারে। এরূপ পলাতক যুগলের মধ্যে বিয়ে হোক বা না হোক উভয়ে সামাজিক বিচারে ছেনালী অপরাধে দণ্ডনীয় হয়ে থাকে।

হাল আমলে এরূপ বিবাহ প্রথার মধ্যে মাঝে মাঝে কিছুটা বিকৃত রুচির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যুবকটি মনোমিলনের তোয়াক্কা না রেখে তার মনোনীতা পাত্রীকে বন্ধু বান্ধবের সহায়তায় জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। বিশেষ ক্ষেত্রে মেয়েটি অপ্রাপ্ত বয়স্কা এমনও দেখা গেছে। এই প্রকার অপরাধ নিঃসন্দেহে ফৌজদারী আইনের আওতায় পড়ে।

ভিন্নক্ষেত্রে আবার বিকৃতিটা ঠিক এর বিপরীত ভাবেই প্রকাশ পায়। কোন কোন পলাতক মেয়ের বাপ চরম আক্রোশ বশে তাড়াতাড়ি মেয়ে ফেরত পাওয়ার জন্যে এবং অপরাধী যুবকের কঠোর সাজা হওয়ার লক্ষ্যে, তার মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে কি বা মেয়ে অপ্রাপ্ত বয়স্কা ইত্যাদি বহু মিথ্যা ভাষণ দিয়ে ফৌজদারী আদালতে মামলা রুজু করে। ওয়ারেন্ট, সার্চ ওয়ারেন্ট যোগে পলাতকদের ধরে আনলে পরে তাদের জবানবন্দী, ডাক্তারী সার্টিফিকেট ইত্যাদি থেকে জানা যায়, ব্যাপারটা নিছক ইলোপমেন্ট এবং সম্পূর্ণ জাতীয় বিচারের আওতাধীনে পড়ে। তখন বিচারের জন্যে মামলাটা সামাজিক আদালতে পাঠানো হয়ে থাকে। এভাবে বহু মামলা বিভিন্ন ফৌজদারী আদালত থেকে সামাজিক আদালতে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে কিন্তু আসামীপক্ষের হয়রানি আর লাঞ্ছনা যা' হবার তা' হয়ে গেছে।

PDF Created by hillbd.com

বৈধ বিবাহ সম্পর্ক

চাকমা সমাজে যেই যেই সম্পর্কে বিয়ে হতে পারে, সেরূপ সম্পর্কগুলোকে চাকমা কথায় 'খেল্যা কুহুম্' বলে। অবশ্য ঠাকুর্দা নাতিনী এবং নাতি-ঠাকুরমা ইত্যাদি সম্পর্কও খেল্যা কুহুমের পর্যায়ে পড়ে। এখানে বিবাহ যোগ্য সম্পর্কগুলোর একটা বিশদ বর্ণনা দেওয়া গেল।

১। সম সম্পর্কে বিয়ে হয়। সম্পর্ক বিচারে পাত্রপাত্রী উভয়ের বংশস্তর সমান হলে (Equal generation) উভয়ের মধ্যে সম সম্পর্ক (Equal relationship) বুঝায়। তবে কয়েকটা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চাকমা সমাজে সমসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও বিয়ে হতে পারেনা। যথাস্থানে সেগুলোর উল্লেখ করা হবে।

২। নিঃসম্পর্কীয় যে কোন চাকমা যুবক যুবতীর মধ্যে বিয়ে হতে পারে।

৩। সহোদর ভাই বোনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অর্থাৎ মামাতো পিস্‌তুতো ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে হতে পারে।

৪। দূর অথবা নিকট সম্পর্কে যত প্রকার ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রী মামাতো পিসতুতো ভাই বোন সম্পর্কযুক্ত হতে পারে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে।

৫। সহোদরা বোনদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অর্থাৎ মাস্‌তুতো জ্যেষ্ঠতুতো ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে হতে পারে। চাকমা সমাজে বাপের বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে যেমন জ্যেঠিমা বলা হয়ে থাকে, তেমনি মায়ের বড় বোনকে ও জ্যেঠিমা বলে।

৬। দূর অথবা নিকট সম্পর্কে পাত্র-পাত্রী হতে প্রকারে পরস্পর মাস্‌তুতো জ্যেঠতুতো ভাইবোন সম্পর্কযুক্ত হতে পারে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে।

PDF Created by hillbd.com

৭। সম সম্পর্কে ভিন্ন গঝা অর্থাৎ ভিন্ন গোত্রে বিবাহ হতে পারে। চাকমা সমাজ ছত্রিশ গঝায় বিভক্ত।

৮। বড় ভাইয়ের শালীর সঙ্গে সহোদর বয়ঃকনিষ্ঠ ভাইয়ের বিয়ে হতে পারে।

৯। অপর বিবিধ সম্পর্কযুক্ত যে কোন ভাইয়ের দূর অথবা নিকট সম্পর্কিত যে কোন শালীর সঙ্গে অপর যে কোন সম্পর্কিত বয়ঃ কনিষ্ঠ ভাইয়ের বিয়ে হতে পারে।

১০। জ্যেষ্ঠ কিংবা কনিষ্ঠ ভাইয়ের সঙ্গে সহোদরা ভগ্নির ননদের বিয়ে হতে পারে।

১১। বিবিধ সম্পর্কের জ্যেষ্ঠ কিংবা কনিষ্ঠ ভাইয়ের সঙ্গে তাদের বিবিধ সম্পর্কের বোনদের ননদের বিয়ে হতে পারে।

১২। চাকমা সমাজে একাধিক বিয়ে করা যায়। এর জন্যে কোন সংখ্যা সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই। পূর্ব্বে বিয়ে করা একাধিক স্ত্রী জীবিতা থাকলেও পুনঃ বিবাহে কোন সামাজিক বিধি নিষেধ নাই।

১৩। নিজের শালী অর্থাৎ স্ত্রীর সহোদরা বয়ঃ কনিষ্ঠা বোনকে বিয়ে করা যায়। স্ত্রী জীবিত থাকলেও এ বিষয়ে কোন সামাজিক বিধি নিষেধ নাই। এভাবে স্ত্রীর সম্পর্কে যত প্রকারের শালী সম্পর্ক (স্ত্রীর চেয়ে বয়সে ছোট) হতে পারে সেই সব সম্পর্কিত শালীকে বিয়ে করা যায়।

১৪। বিপত্নীক পুরুষ এবং বিধবা স্ত্রীলোক পুনরায় বিয়ে করতে পারে।

১৫। তালাক প্রাপ্ত পুরুষ এবং তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোক পুনরায় বিয়ে করতে পারে। এর জন্যে কোন সময় সীমা (ইদ্দত কাল) নির্দ্দিষ্ট থাকে না।

PDF Created by hillbd.com

১৬। বড় ভাইয়ের স্ত্রী বিধবা কিংবা তালাক প্রাপ্তা হলে সেই ভাইয়ের যে কোন কনিষ্ঠ সহোদর তাকে বিয়ে করতে পারে। এভাবে দুর অথবা নিকট সম্পর্কের যে কোন বড় ভাইয়ের বিধবা কিংবা তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে অপরাপর যে কোন বয়ঃ কনিষ্ঠ ভাই বিয়ে করতে পারে।

১৭। শালা কিংবা সম্বন্ধীর স্ত্রী বিধবা কিংবা তালাক প্রাপ্তা হলে তাকে বিয়ে করা যায়।

১৮। স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বর্তমান স্বামীর ঔরসে তার পূর্ব স্ত্রীর গর্ভজাত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে।

১৯। খুব বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না হলে পাত্রপাত্রী পরস্পর ঠাকুর্দা নাতিনী কিংবা তার বিপরীত সম্পর্কযুক্ত হলেও উভয়ের মধ্যে বিয়ে হতে পারে। তবে এরূপ সম্পর্কের বর-কনেকে নিয়ে সমাজে খুব হাসাহাসির রেওয়াজ আছে। তাদের ছেলেমেয়ে হবার বদলে 'বাঁদরের ছানা' হবে বলে ভয় দেখানো সমাজে একটি মুখরোচক ঠাট্টা।

২০। সম ধর্মে পাত্রপাত্রী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও তাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে। যেমন চাকমা-মগ, চাকমা-বড়ুয়া ইত্যাদি।

২১। পাত্রী ভিন্ন ধর্ম্ম এবং ভিন্ন সমাজের সদস্যা হলেও বিবাহে কোন বাধা নাই। যেমন, ব্রাহ্ম, হিন্দু ইত্যাদি। অতি সম্প্রতি রাশিয়ার পত্নী গ্রহণ করারও নজীর আছে।

২২। বিয়েতে পাত্রই বয়সে বড় হবে এটাই সাধারণ নিয়ম। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে পাত্রীর বয়সই যদি বেশী হয়ে থাকে তাতে কোন সামাজিক বাধা থাকেনা। এবং এরূপ স্বামী স্ত্রী খুবই সৌভাগ্যশালী হয়ে থাকে বলে সমাজে একটা সাধারণ ধারণা চল্‌তি আছে।

PDF Created by hillbd.com

বিবাহে অবৈধ সম্পর্ক

চাকমা সমাজে যেই যেই সম্পর্কে বিয়ে হতে পারে না সেসব সম্পর্ক-গুলোকে এক কথায় 'গর্‌বা কুত্থুম্' বলা হয়ে থাকে। এসব সম্পর্কে বিয়ে হলে পাত্রপাত্রী উভয়েই সামাজিক বিচারে দণ্ডনীয় হয়ে পড়ে। এখানে যথাসম্ভব এরূপ সম্পর্কগুলোর একটা তালিকা তুলে ধরা গেল।

১। অসম সম্পর্কে বিয়ে হতে পারেনা। সম্পর্ক বিচারে পাত্রপাত্রী একই বংশস্তরের লোক না হলে উভয়ের মধ্যে অসম সম্পর্ক বুঝায় আর সে কারণে তাদের বিয়ে হতে পারেনা। তবে এর পরের ২নং থেকে ৫নং সম্পর্কগুলো আর ১৪নং এবং ১৫নং সম্পর্ক যদিও সম সম্পর্ক তথাপি এ প্রকার সম্পর্কের মধ্যে কিছুতেই বিয়ে হতে পারে না।

২। সহোদর ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না।

৩। একই পিতার ঔরসে ভিন্ন ভিন্ন মায়ের গর্ভজাত ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না।

৪। সহোদর ভাইদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কিংবা একই বাপের ঔরসে ভিন্ন ভিন্ন মায়ের গর্ভজাত বৈমাত্রেয় ভাইদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। সহজ কথায় জেঠ্‌তুতো-খুড়তুতো ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না।

৫। সগোষ্ঠীতে অধস্তন সাত পুরুষ পর্যন্ত সামাজিক বিধিমতে বিবাহ কার্য নিষিদ্ধ। পরে এই বিধান কিছুটা শিথিল করে সগোষ্ঠীতে বিবাহযোগ্য ক্ষেত্র অধস্তন পঞ্চম পুরুষ পর্যন্ত পুনঃ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যারা এর অধিক নিকট সম্পর্কে বিয়ে করে ওরা সমাজে নিন্দনীয় এবং সামাজিক বিচারে দণ্ডনীয় হয়ে পড়ে। তাছাড়া এই প্রকার দোষী স্ত্রী পুরুষকে 'কব্‌তর জোড়া' আখ্যা দিয়ে উপহাস করা হয়ে থাকে।

PDF Created by hillbd.com

৬। খুড়া-ভাইঝি সম্পর্কে বিয়ে হতে পারে না। দূর বা নিকট সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারে খুড়া-ভাইঝি সম্পর্ক হতে পারে। এখানে বিশেষ বিশেষ কয়েক প্রকার খুড়া-ভাইঝি সম্পর্কের উল্লেখ করা গেল।

ক) বড় ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে বয়ঃকনিষ্ঠ সহোদরের বিয়ে হতে পারে না ;

খ) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে বৈমাত্রেয় ছোট ভাইয়ের বিয়ে হতে পারে না ;

গ) সগোষ্ঠীতে জানার মধ্যে যত অধঃস্তন পুরুষেই হোক না কেন, খুড়া ভাইঝি সম্পর্কে বিয়ে হতে পারে না ;

ঘ) পিস্‌তুতো ভাই, মাস্‌তুতো ভাই, মামাতো ভাই ইত্যাদি সম্পর্কের ভাইদের মধ্যে গোষ্ঠী বিভিন্ন হলেও কোন বয়ঃকনিষ্ঠ ভাইয়ের সঙ্গে অপর কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে হতে পারে না ;

ঙ) লবয়্‌ স্বজন্‌ অর্থাৎ ভায়রা ভাই সম্পর্কের মধ্যে একের ভাইয়ের সঙ্গে অপরের মেয়ের বিয়ে হতে পারে না ;

চ) তালতো ভাইয়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হতে পারে না।

৭। পিসী-ভাইপো সম্পর্কে বিয়ে হতে পারে না। দূর বা নিকট সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারে পিসী-ভাইপো সম্পর্ক হতে পারে। যথা ঃ—

ক) সহোদরা বোনের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হতে পারে না ;

খ) বৈমাত্রেয় বোনের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হতে পারে না ;

গ) সগোষ্ঠীতে জানার মধ্যে যত অধঃস্তন পুরুষেই হোক না কেন পিসী-ভাইপো সম্পর্কে বিয়ে হতে পারে না ;

ঘ) পিস্‌তুতো, মাস্‌তুতো, মামাতো ইত্যাদি সম্পর্কের ভাই বোন-

PDF Created by hillbd.com

দের মধ্যে একই গোষ্ঠী না হলেও এ প্রকার কোন বোনের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হতে পারে না ;

ঙ) 'লবয়্ স্বজন' অর্থাৎ ভায়রা ভাই সম্পর্কের মধ্যে একের বোনের সঙ্গে অপরের ছেলের বিয়ে হতে পারে না ;

চ) তালতো বোনের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হতে পারে না।

৮। মামা-ভাগিনী সম্পর্কে বিয়ে হতে পারেনা। এরূপ সম্পর্কও বহু প্রকারে হতে পারে। যেমন. মামা অর্থে মায়ের সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, খুড়তুতো ভাই, জ্যেঠ্তুতো ভাই, মাস্তুতো ভাই, পিস্তুতো ভাই, মামাতো ভাই ইত্যাদি।

৯। মাসী-বোনপো সম্পর্কে বিয়ে হতে পারে না। মাসী সম্পর্কও অনেক প্রকারে হয়ে থাকে। যথা :—মায়ের সহোদরা বা বৈমাত্রেয় ছোটবোন অথবা মায়ের চেয়ে বয়সে ছোট তার খুড়তুতো বোন, জ্যেঠতুতো বোন, মাস্তুতো বোন, পিস্তুতো বোন, মামাতো বোন ইত্যাদি।

১০। খুড়ি, জ্যেঠি, মামী এসব অসম সম্পর্কিতা স্ত্রীলোক বিধবা কিংবা তালাক প্রাপ্তা হলেও বিয়ে করা নিষিদ্ধ।

১১। বিমাতাকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ।

১২। ভাইপো, ভাগিনা ইত্যাদি সম্পর্কযুক্ত লোকের স্ত্রী বিধবা কিংবা তালাক প্রাপ্তা হলেও বিয়ে করা নিষিদ্ধ।

১৩। নিজ স্ত্রীর গর্ভে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে, সেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরেও বিয়ে করা নিষিদ্ধ।

১৪। ভাই বৌ বিধবা কিংবা তালাক প্রাপ্তা হলেও বিয়ে করা নিষিদ্ধ।

১৫। স্ত্রীর বড় বোনকে বিয়ে করা দূরে থাক স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। এ অপরাধে সামাজিক বিচারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডনীয় হতে পারে।

PDF Created by hillbd.com

চাকমা সমাজে অবৈধ সম্পর্ক বিচারেই যত গণ্ডগোল। কতকগুলো সম্পর্ক আছে, যেগুলো অত্যন্ত সম্প্রসারণশীল। যেমন পূর্ব্বোক্ত ৬ (ঘ), ৭ (ঘ) ৮ এবং ৯ নং সম্পর্কের পিস্‌তুতো, মাস্‌তুতো, মামাতো ইত্যাদি সম্পর্ক। এসব সম্পর্ক নির্ণয়ের কোন সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা নেই, সে কারণে এগুলোকে সুবিধামত যথেচ্ছ সংখ্যক অধঃস্তন পুরুষে সম্প্রসারিত করে অবৈধ সম্পর্ক বিচার করা হয়ে থাকে আর তাতেই যত বিচার বিভ্রাট উপস্থিত হয়। সমান ব'শস্তরে এসব সম্পর্কে যে কোন পুরুষে বিয়ে হতে পারে। অসমান বংশস্তরে কত পুরুষে বিবাহযোগ্য ক্ষেত্র উৎপন্ন হতে পারে সেটা এখনও সমাজের বিবেচ্য বিষয়।

বিচার কাঠামো

চাকমা সমাজে সমাজপতি হচ্ছেন চাকমা রাজা বাহাদুর স্বয়ং। সে হিসাবে তিনি একাধারে চাকমা জাতীয় বিচার ব্যবস্থায় সর্ব্বোচ্চ বিচারপতি। তাঁর অধীনে প্রত্যেক মৌজায় হেডম্যান এবং কার্ব্বারীগণ নিজ নিজ এলাকায় সামাজিক বিচার পরিচালনা করে থাকেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ৪০ নং ধারায় গভর্ণমেণ্ট তরফ থেকে এজন্যে তাঁদের ক্ষমতা দেওয়া আছে।

চাকমা জাতীয় বিচারকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, বৈধ বিবাহ থেকে উদ্ভূত বিষয়াদি, দ্বিতীয়, অবৈধ বিবাহ ঘটিত এবং পরিশেষে ধাবামান্য বা ইলোপমেণ্ট সম্পর্কিত বিষয়াদির বিচার। শেষের দুটিকে চাকমা কথায় 'সিনালা' বা ছেনালী মোকদ্দমা বলা হয়ে থাকে। অবৈধ নারী সংসর্গ মাত্রেই সিনালার পর্যায়ে পড়ে। এছাড়া আরো অলিখিত এমন অনেক কিছু সামাজিক বিধি বিধান রয়েছে, যেগুলো লঙ্ঘন করতে গেলে সামাজিক আদালতে জবাবদিহি হতে হয়। এ সমস্ত কিছুও চাকমা জাতীয় বিচারের অন্তর্ভুক্ত। অপেক্ষাকৃত গুরু অপরাধ যেমন—চুরি, ডাকাতি, খুন জখম ইত্যাদি অপরাধের বিচার বৃটিশ আমল

PDF Created by hillbd.com

থেকে প্রচলিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি মতেই হয়ে আসছে। কোন বৃহৎ রাজশক্তির আওতাধীনে আসার আগে এসব অপরাধের বিচার সমাজে কি ভাবে চলত এবং কি ছিল দণ্ডের পরিধি সেসব বিষয়ে এখন আর সুস্পষ্ট কিছু জানা যায়না।

প্রাথমিক আদালত হিসাবে হেডম্যান তাঁর নিজ মৌজায় মামলা গ্রহণ করে থাকেন। তারপর মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে তিনি নিজে বিচারের ভার নিতে পারেন অথবা সংশ্লিষ্ট এলাকার কার্ব্বারীর উপর বিচারের ভার দিতে পারেন। তবে মামলায় কার্ব্বারীর বিচার হেডম্যানের অনুমোদন সাপেক্ষ হয়ে থাকে। হেডম্যানের রায়ের বিরুদ্ধে রাজার আদালতে আপীল চলে। ইহাই গতানুগতিক রীতি।

কোন মামলায় উভয়পক্ষ ভিন্ন ভিন্ন মৌজার লোক হলে উভয় মৌজার হেডম্যান যুক্তভাবে মামলার বিচার নিষ্পত্তি করতে পারেন কিংবা রাজা ইচ্ছা করলে উভয় পক্ষের মতামত নিয়ে সুবিধামত হেডম্যানদ্বয়ের যে কোন একজনের উপর এককভাবে বিচারের ভার দিতে পারেন অথবা স্বয়ং সে মামলা গ্রহণ করতে পারেন। সাধারণতঃ এরূপ মামলায় সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকের বাড়ী যে মৌজায়, সে মৌজার হেডম্যান আদালতেই মামলার বিচার হয়ে থাকে। কারণ, সে এলাকাতেই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাথমিক অপরাধ সম্পন্ন হয়ে থাকে। বাদী প্রতিবাদী ভিন্ন ভিন্ন সার্কেলে অধিবাসী হলেও একই রীতি প্রযোজ্য। আর, এ প্রকার মামলায় মেয়ের বাপই প্রথম নালিশ রুজু করে থাকে।

আপীল আদালত হলেও রাজা কিন্তু নিজের খাস মৌজায় প্রাথমিক আদালত হিসাবে মামলা নিতে পারেন। তা' ছাড়া কোন মৌজা থেকে জটিল বিষয় সংক্রান্ত মামলা রাজার কাছে বিচারের জন্য পাঠানো হলে কিংবা মৌজার হেডম্যান নিজে কোনভাবে কোন মামলায় জড়িত হয়ে পড়লে রাজা নিজে সে সব মামলার বিচারের ভার নিয়ে থাকেন।

PDF Created by hillbd.com

স্বাভাবিক ভাবে মৌজায় হেডম্যান নিযুক্ত থাকা কালে রাজার পক্ষে স্বইচ্ছায় ঐ মৌজার কোন নালিশ সরাসরি গ্রহণ করা রীতি বিরুদ্ধ। তবে যেভাবেই বিচার নিষ্পত্তি করা হোক না কেন সর্বোচ্চ আদালত হিসাবে রাজার আদেশই চূড়ান্ত। তা' সত্ত্বেও দেখা যায় অতীতে বহু মামলা তৎকালীন বোর্ড অব রেভিনিউ এমনকি বাংলার গবর্ণর পর্য্যন্ত গড়িয়েছে। অথচ সামাজিক বিচার ব্যবস্থায় তথা রাজার আদেশের উপরে কোন সরকারী আদালতের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ চলতে পারে এরকম কোথাও নাই। এরূপ ব্যাপার সমাজ ব্যবস্থার উপর বিজাতীয় হস্তক্ষেপের সামিল। শ্রীমতী প্রমীলা চাকমা বনাম শ্রীলক্ষ্মীমোহন চাকমা মামলায় তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার এবং প্রাদেশিক গবর্ণর বাহাদুরের প্রদত্ত রায়ের মধ্যে এটাই সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এসব আদেশের অংশ বিশেষ এখানে তুলে ধরা গেল।

Ref :— Misc. Revision Case No. 13 of 1947

31 · 3 · 47

Read petition, Chakma Raja's judgment and the order of the Deputy Commissioner. This is essentially a tribal matter and I consider that the Chief's order should prevail. I, accordingly set aside the order of the learned Deputy Commissioner and direct that the order of the Chakma Raja dissolving the marriage restored.

Sd/- H. Tufnell Barrett
Commissioner,
Chittagong Division

PDF Created by hillbd.com

Resolution No. 4374-J dt. 2-10-51

With a view to preserve the social structure of the Tribal people the Governor has been pleased to set aside the order of the Board of Revenue dated 2 ' 3 ' 48 and direct that the order of the Chakma Chief dated the 24th September 1946 dissolving the marriage between Laksmi Mohan Chakma and Sm Pramila Chakmani shall stand.

By order of the Governor
Sd/- M. G. S. Biver
Secy. to the Govt. of East Bengal.

বৈধ বিবাহ ঘটিত জাতীয় বিচার পদ্ধতি

১। বৈধ ভাবে বিবাহিত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমিলন না হলে আপোষে উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি অর্থাৎ তালাক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে স্বামীর একাধিক সাক্ষীর স্বাক্ষরযুক্ত 'ছুরকাগজ' বা তালাকনামা স্ত্রীর বরাবরে সম্পাদন করে দিলেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এর শর্ত্তাদি উভয় পক্ষের যুক্ত সম্মতিতে আপোষে ঠিক করা হয়ে থাকে।

২। স্বামী স্ত্রী সহবাসে অক্ষম প্রমাণিত হলে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দেওয়া হয়।

পুর্ব্বে এরূপ মামলায় ডাক্তারী পরীক্ষার সুযোগ ছিলনা। তখন আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন নির্ভরযোগ্য প্রবীণ ব্যক্তি দ্বারা একান্ত গোপনীয় ভাবে এর চাক্ষুষ প্রমাণ নেওয়া হত। হাল আমলে ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যাপারে কিন্তু অনেক গলদ দেখা যায়। দুই ডাক্তারের সার্টিফিকেটের মধ্যে যখন মত পার্থক্য থাকে তখন বিচার বিভ্রাট উপস্থিত হয়। একটু

PDF Created by hillbd.com

আগে যে শ্রীমতী প্রমীলা চাকমা বনাম শ্রীলক্ষ্মীমোহন চাকমা মামলাটির উল্লেখ করা হয়েছে এটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এতে বিভিন্ন ডাক্তারের দেওয়া বিভিন্ন অভিমতের কারণে বাংলার গবর্ণর পর্য্যন্ত এ মামলার আপীল চলার একমাত্র কারণ। বলা বাহুল্য, স্বামী স্ত্রী সহবাসে অক্ষম এ কারণেই চাকমা রাজ আদালতে উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

৩। স্বামী কুষ্ঠ, যক্ষ্মা ইত্যাদি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হলে বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ দেওয়া হয়।

স্ত্রীর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোন আপত্তি না থাকলে সমাজের করণীয় কিছুই নাই। কারণ, সমাজের স্তরে স্তরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু কুষ্ঠরোগীকে স্ত্রী পুত্র নিয়ে ঘর সংসার করতে দেখা যায়। তবে সামাজিক বিধিমতে কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত লোক গাঁয়ের ভেতর বাস করা নিষিদ্ধ। ছড়া বা নদীর উজানে দূরে কোথাও পৃথক ঘর করে একলা থাকতে হয়। এই মারাত্মক রোগের জীবাণু স্রোতের মুখে না ভেসে স্রোতের উজান বেয়ে চলে এ বৈজ্ঞানিক তথ্য তখনকার দিনের চাকমাদেরও জানা ছিল।

৪। স্ত্রীকে অযথা উৎপীড়ন এবং নিষ্ঠুরভাবে মারপিট করার অপরাধ ঘট্‌লে অত্যাচারিতা স্ত্রীকে স্বামীর স্ত্রীত্ব থেকে ছাড়াছাড়ি করে দেওয়া হয়।

উদাহরণ ঃ –

(ক) ১নং ধামাইছড়া মৌজার কুমার্য্যা চাকমা ওরফে রাজকুমার চাকমা তার স্ত্রী শ্রীমতী কালাবি চাকমাকে অযথা উৎপীড়ন এবং নিষ্ঠুরভাবে মারপিট করার অপরাধে উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ির আদেশ দেওয়া হয়। (চাকমা রাজ আদালতের ১৯৪৭ ইংরেজীর ৩নং মোতর্ফা মোকর্দ্দমা।)

PDF Created by hillbd.com

(খ) ২৮নং রেংকার্য্যা মৌজার শ্রীমতী কামিনীলতা চাকমা বনাম শ্রীঅংলা চাকমা এই মামলায় স্ত্রীর উপর পুনঃ পুনঃ নির্যাতনের অপরাধে শ্রীঅংলা চাকমাকে তার স্ত্রী শ্রীমতী কামিনী লতা চাকমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। (চাকমা রাজ আদালতের ১৯৫৯ ইংরেজীর ৬৫নং মোতর্ফা মোকর্দ্দমা।)

এই প্রকার মামলায় অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধে প্রথমবারের মত স্ত্রীর ভবিষ্যত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে অপরাধীর কাছ থেকে মোচলেকা নিয়ে স্ত্রীকে স্বামীর হেফাজতে দেওয়ারও বিধি আছে।

৫। বধুর প্রতি শ্বশুর শাশুড়ীর অযথা উৎপীড়ন আর দুর্ব্যবহারের জন্যে অনেক সময় নতুন বৌ শ্বশুর বাড়ী থেকে বাপের বাড়ী পালিয়ে যায়। এরূপক্ষেত্রে প্রথমতঃ বধুর ভবিষ্যত নিরাপত্তার জন্যে অপরাধী ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে মোচলেকা নিয়ে বধুকে শ্বশুর বাড়ীতে ফেরত পাঠানো হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে নিয়ে পৃথকান্নে থাকার জন্যে স্বামীকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। এসব কার্য্যকরী ব্যবস্থা বিফল প্রমাণিত হলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেওয়া হয়।

৬। কারো অধিক মেয়াদের কারাদণ্ড হলে তার স্ত্রীর প্রার্থনা মতে তাকে স্বামীর সহিত ছাড়াছাড়ি হওয়ার আদেশ দিয়ে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়।

৭। কেহ গৃহী জীবন পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা নিলে তার পরিত্যক্তা স্ত্রীকে তার প্রার্থনা মতে স্বামীর সহিত ছাড়াছাড়ি হয়ে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হয়।

৮। কেহ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে এবং দীর্ঘকাল তাঁর কোন খোঁজ খবর পাওয়া না গেলে সেই নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীকে তার প্রার্থনামতে স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হয়।

PDF Created by hillbd.com

৯। যে কোন কারণে যে কোন সামাজিক আদালত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হওয়ার আদেশ দিলে সেজন্যে স্বামীকে আর পৃথক ভাবে ছাড়াছাড়ি পত্র সম্পাদন করতে হয়না।

১০। স্বামীর দোষে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে বিয়ের সময় পাওয়া সমস্ত বস্ত্রালঙ্কার তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী পেয়ে থাকে। স্বামী কোন প্রকার খরচ ফেরত পাওয়ার অধিকারী থাকেন।

১১। স্ত্রীর দোষে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ের সময় পাওয়া সম্পূর্ণ বস্ত্রালঙ্কার স্বামীর কাছে ফেরত দিতে হয়। তাছাড়া স্বামী বিয়ের সময় দেওয়া কন্যাপণ আর বিয়ের খরচ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ফেরত পেয়ে থাকে।

উদাহরণ :—

১৪৮নং ভূষণছড়া মৌজার শ্রীমতী কান্যাবি চাকমা বনাম ১৫৪ নং আয়মা ছড়া মৌজার শ্রীযোগেন্দ্র চাকমা মামলায় স্ত্রীর দোষে ছাড়াছাড়ি হওয়াতে বিয়ের খরচ বাবদ শ্রীযোগেন্দ্র চাকমার নিকট ৩০০ (তিনশত) টাকা ফেরত দেওয়ার জন্যে শ্রীমতী কান্যাবি চাকমার প্রতি আদেশ দেওয়া হয়। (চাকমা রাজ আদালতের ১৯৫৯ ইংরেজীর ৯৭নং মোতর্ফা মোকর্দ্দমা।)

১২। ছাড়াছাড়ির সময় স্বামী স্ত্রী উভয়ের সহবাসে জাত কোন সন্তান থাকলে, পুত্র হলে বাপের হেফাজতে আর কন্যা হলে মায়ের হেফাজতে দেওয়া হয়। উভয়ের সম্মতিক্রমে এর ভিন্ন ব্যবস্থাও হতে পারে।

১৩। ছাড়াছাড়ির সময় স্বামী স্ত্রী উভয়ের সহবাসে জাত দুগ্ধপোষ্য কি বা কচি বয়সের পুত্র সন্তান থাকলে নির্দিষ্ট কালের জন্য সেই শিশুকে মাতার হেফাজতে দেওয়া হয়। সে সময় কালের জন্য তালাক প্রাপ্তা

PDF Created by hillbd.com

স্ত্রী পূর্ব্ব স্বামীর কাছ থেকে শিশু পালনের খরচ বাবদ আদালত নির্দিষ্ট হারে মাসিক ভাতা পেয়ে থাকে।

১৪। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ছাড়াছাড়ি হলে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে প্রসবের খরচ সহ আদালত যেই হারে এবং যে সময়কাল পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট করে দেবেন, সেই হারে এবং সে সময়কাল পর্য্যন্ত মাসিক ভাতা পেয়ে থাকে।

১৫। বিবাহ বিচ্ছেদের অনতিকাল পরে স্বামী আর স্ত্রী দুজনেই আবার পছন্দ মত স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণ করতে পারে। এর জন্যে কোন সময় সীমা (ইদ্দতকাল) নির্দ্দিষ্ট থাকেনা।

১৬। বিবাহ বিচ্ছেদের অনতিকাল পরে যে কোন বিচ্ছিন্ন দম্পতি আবার মিলিত হতে ইচ্ছে করলে তাদের মধ্যে আবার বিয়ে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাদের আবার 'চুমুলাং' করে সামাজিক ভোজ দিতে হয়।

১৭। কোন পুরুষ বিয়ে করে অন্ততঃ যেমন তেমন একটা সামাজিক ভোজ না দিলে তা' সামাজিক অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। এরূপ লোকের মড়া কাঁধে না নিয়ে অসম্মানজনক ভাবে হাঁটুর নীচে ঝুলিয়ে শ্মশানে নেওয়া বিধি।

১৮। কারো বাড়ীতে সম্বন্ধ ঠিক করতে কেউ আনাগোনা শুরু করলে তার একটা চূড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোন দ্বিতীয় পক্ষ সে বাড়ীতে কনে দেখতে গেলে সে অপরাধে তার অর্থদণ্ড হতে পারে।

১৯। 'মদপিলাং' গছানোর পর কন্যাকর্ত্তা কোন কারণে ঐ পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অসম্মত কিংবা অপারগ হলে বরকর্ত্তার আপত্তি ক্রমে সামাজিক বিচারে তাকে চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত

PDF Created by hillbd.com

করে বৌ দেখতে আসার সম্পূর্ণ খরচসহ বরকর্ত্তাকে 'লাজবার্' দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। বিপরীত কারণে কন্যাকর্ত্তাও 'লাজবার্' পাওয়ার অধিকারী থাকে। 'লাজবার' এর পরিমান লজ্জা-প্রাপ্ত ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদার অনুপাতে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকাও হতে পারে। আবার ৫০০ (পাঁচশত) টাকা কিংবা ততোধিকও হতে পারে। বলা বাহুল্য, এটাকে জরিমানা বললে ভুল করা হবে। এটা অনেকটা মানহানি মামলার ক্ষতি পূরণের মত এবং সম্পূর্ণ অংশ লজ্জাপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রাপ্য।

২০। বিয়ের পর নব-দম্পতিকে কনের বাপের বাড়ীতে জোড়ে যেতে হয়। বস্তুতঃ কনের বাপের বাড়ীতেই স্বামী স্ত্রীর প্রথম নিশি যাপন বিধি। একে বলে 'ব্যাসুদ্‌ভাঙা'। অনিবার্য্য কারণে অচিরকাল মধ্যে সেখানে যাওয়া সম্ভব না হলে নিকটস্থ কনের গোষ্ঠীভুক্ত কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে যাওয়া বিধেয়। তদভাবে পত্রবহুল কোন সবুজ গাছের নীচে গিয়ে চড়ুইভাতির মত একবেলা পানাহার করে এলেই চলে। 'ব্যাসুদ্‌ভাঙার' আগে নতুন বৌ বা নতুন জামাই ভিন্নগোষ্ঠীভুক্ত অন্য কারো বাড়ীতে গেলে সে বাড়ীতে 'ফী বলা' অর্থাৎ আপদ বালাই লাগে। একে বলে 'বিয়া ফী'। চাকমা অঝা বৈদ্যদের মতে বার রকমের 'ফী বলা' আছে। 'বিয়া ফী' তার মধ্যে একটি। তখন সে বাড়ীর লোকদের অঝা ডেকে সামাজিক বিধানমতে পরিশুদ্ধ হতে হয়। জাতীয় বিচারে এ বাবদ সম্পূর্ণ খরচপত্র সংশ্লিষ্ট অপরাধীকেই বহন করতে হয়।

২১। ভাগ্নে বৌ, পুত্রবধু, ভ্রাতৃবধু এবং স্ত্রীর বড় বোনকে স্পর্শ করা সামাজিক প্রথামতে নিষিদ্ধ। প্রহার করা দূরের কথা, এ অপরাধে অভিযোগ আনা হলে অপরাধী ব্যক্তির অর্থদণ্ড হতে পারে, এমনকি অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে তাকে ব্যভিচার দোষেও দণ্ডনীয় করা যেতে পারে।

PDF Created by hillbd.com

অবৈধ বিবাহ এবং ছেনালী অপরাধের বিচার পদ্ধতি

১। বিয়ের পর সম্পর্ক বিচারে কারো বিয়ে অবৈধ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট দম্পতিকে ছাড়াছাড়ি করে দেওয়া হয় এবং অবৈধভাবে বিবাহিত সময়কালের মধ্যে একত্রে সহবাস করার জন্যে উভয়কেই ছেনালী অপরাধে দণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে।

২। অবৈধ বিবাহের উদ্যোক্তা এবং সাহায্যকারী বলে প্রমাণিত হলে অবৈধ সম্পর্কে বিবাহিত দোষী পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ের পিতাকে সমভাবে দোষী সাব্যস্ত করে অর্থদণ্ড করা হয়ে থাকে।

৩। অবৈধ বিবাহে পৌরহিত্যকারী অঝাকে সাহায্যকারী হিসাবে দোষী সাব্যস্ত করে অর্থদণ্ড নেওয়া হয়ে থাকে। এভাবে একাধিকবার দণ্ড প্রাপ্ত হলে সে অঝা ভবিষ্যতে আর কোন বিয়েতে অঝাগিরি করতে পারবেনা বলে তার উপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়ে থাকে।

৪। বিবাহিতা কিংবা অবিবাহিতা নারীর সঙ্গে অপর বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত পুরুষের গুপ্ত প্রণয় এবং দৈহিক মিলনের অপরাধে উভয় অপরাধীকে ছেনালী অপরাধে দণ্ডিত করা হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধীদের মধ্যে অবিবাহিতের প্রতি কিছুটা লঘুদণ্ড এবং বিবাহিতের প্রতি অপেক্ষাকৃত গুরুদণ্ড দেওয়া হয়।

৫। কুমারী কিংবা বিধবা স্ত্রীলোকের অবৈধ গর্ভ সঞ্চার হলে তাকে ব্যভিচার দোষে সামাজিক আদালতে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে। তখন সে তার অবৈধ গর্ভের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে আদালতের গোচরে এনে উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারলে উভয়কেই ছেনালী অপরাধে সাজা দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সপ্রমাণিত না হলে অবৈধ গর্ভবতী স্ত্রীলোকটিকে একাকিনী দণ্ডভোগ করতে হয়। অধিকন্তু মিথ্যা অভিযোগ এনে লজ্জা দেওয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে 'লাজবার'

PDF Created by hillbd.com

দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। অবৈধ গর্ভের জন্য দায়ী কাউকে সনাক্ত দিতে অক্ষম হলে সেক্ষেত্রেও অবৈধ গর্ভবতী স্ত্রীলোকটি একাই দণ্ডপ্রাপ্ত হয়।

৬। কোন পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক অপর কোন পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোকের নামে যদি অপবাদ দিয়ে থাকে, সামাজিক আদালতে তা' সপ্রমাণ করতে না পারলে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার অপরাধে তার প্রতি অপর ব্যক্তি বিশেষকে 'লাজবার্' দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়।

৭। অবিবাহিত চাকমা যুবক যুবতী মনোমিলন হয়ে বিবাহের ইচ্ছায় একত্রে পালিয়ে গেলে, পরে তাদের বিয়ে হোক বা না হোক, পলাতক সময়কালের মধ্যে অবৈধ সহবাসের দায়ে উভয়কেই ছেনালী অপরাধে শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে।

৮। মেয়ের বাপের অমত থাকলে বিবাহের ইচ্ছায় পলাতক যুগলের বিয়ে হতে পারেনা। সামাজিক বিধি মতে তখন মেয়েটাকে বাপের কাছে ফেরত দিতে হয়। এভাবে মেয়ের বাপ তিনবার পর্যন্ত মেয়ে ফেরত পাওয়ার অধিকারী থাকে। চতুর্থবার পলায়নের পরে কারো মতামতের তোয়াক্কা না করে তখন উভয়ের বিয়ে হতে পারে।

৯। পলাতক যুগলের সম্বন্ধে না আটকালে মেয়ের বাপের মত নিয়ে উভয়ের বিয়ে হতে পারে।

১০। পলাতক যুগলের মধ্যে 'গর্‌বা কুহুম্' অর্থাৎ বিয়ের জন্য নিষিদ্ধ সম্পর্ক হলে কিছুতেই তাদের বিয়ে হতে পারেনা। সামাজিক বিধান মতে তাদের তখন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়।

১১। জারজ সন্তান সমাজে আশ্রয় লাভ করে।

PDF Created by hillbd.com

১২। নিষিদ্ধ সম্পর্কযুক্ত পলাতক যুগলের আত্মগোপন সময়ে কি বা নিষিদ্ধ সম্পর্কে বিবাহিতদের মামলা চলা কালে তাদের মধ্যে কোন সন্তান জন্ম নিলে, সামাজিক বিচারে অপরাধী যুগলের ছাড়াছাড়ি হওয়ার পরে ঐ সন্তান মায়ের হেফাজতে থেকে সমাজেই আশ্রয় লাভ করে।

বিবিধ

১। একজনের 'ধরাজুম' অর্থাৎ জুমের জন্য চিহ্নিত করা জঙ্গল অপর কেউ আবার নিজে জুম করার জন্যে দখল করতে গেলে প্রথমোক্ত লোকের দাবীই সামাজিক আদালতে গ্রাহ্য হয়ে থাকে। তবে বিবাদের জঙ্গল যার 'রান্যা' অর্থাৎ কিনা যে সেখানে ইতিপূর্ব্বে একবার জুম করেছে, তাতে তার দাবীই অগ্রগণ্য।

২। কোন কারণে চাকমা রাজা বাহাদুর কোন সাধারণ প্রজার ঘরে পা দিলে তাতে ঐ বাড়ীর লোকদের 'ফী বলা" উপস্থিত হয়। একে বলে 'মাঙ্‌ফী'। 'মাঙ্' অর্থে রাজা। এটিও পূর্ব্বোক্ত বার রকমের 'ফী বলার' একটি। তখন হয়তঃ স্বয়ং রাজাকে ঐ পরিবারের যাবতীয় সদস্যদের সামাজিক বিধিমতে পরিশুদ্ধ হওয়ার বন্দোবস্ত করে দিতে হয়, নতুবা ঐ প্রজাকে 'খীসা, কার্ব্বারী' ইত্যাদি একটা উপাধি দিয়ে সমাজে উন্নীত করতে হয়, যাতে তার রাজার ভার সহ্য করার মত ক্ষমতা জন্মে।

৩। আরেকটি কথা না বল্‌লে বোধ হয় জাতীয় বিচার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুটা বাদ পড়ে যাবে। যদিও বিয়ে কিংবা স্ত্রীলোক ঘটিত বিষয়াদির সাথে এ ব্যাপারে সম্পর্কের লেশ মাত্র নেই তবু এটাও চাকমা জাতীয় বিচারের একটা অঙ্গ। সমস্ত চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তি প্রধান হিসেবে চাকমা রাজা বাহাদুর তাঁর সার্কেলের মধ্যে জাতীয় প্রথামতে প্রত্যেকটি শিকার লব্ধ জন্তুর এক একটা 'রান্' (Haunch) পাওয়ার অধিকারী থাকেন। তবে বহু লোক মিলে যৌথভাবে জঙ্গল

PDF Created by hillbd.com

তাড়িয়ে শিকার করা জন্তু এই আওতায় পড়েনা। প্রত্যেক মৌজায় রাজার প্রতিভূ হিসেবে হেডম্যান এসব শিকারের 'রান্' আদায়ের জন্য ক্ষমতাবান আছেন। বর্ত্তমানে এই প্রথা প্রায় লোপ পেতে বসেছে। ২০।২৫ বছর আগে রাজার জন্যে শিকারের 'রান্' আদায় করা প্রত্যেক শিকারীর পক্ষে একরূপ বাধ্যতামূলক ছিল। বৃটিশ আমলে শিকারী ভিন্ন উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোক এমনকি সরকারী কর্মচারী হলেও রাজার জন্যে শিকারের 'রান্' আদায় করতে হয়েছে এমন অনেক নজীর আছে।

কোন কোন বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত দেওয়ান বা হেডম্যান রাজার ফরমান বলে তাঁর মৌজার মধ্যে লব্ধ শিকারের 'রান্' ভোগ করার অধিকারী থাকতেন। তেমনি একটা ফরমান মহারাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর ১২৩৬ মঘীর ২২শে মাঘ তারিখে অপর চার ভাই সহ লেখকের প্রপিতামহ স্বর্গীয় ছত্র খাঁ দেওয়ানের নামে মঞ্জুর করেন। এটি এখন স্থানীয় পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্‌ষ্টিটিউটের যাদুঘরে আছে।

কোন শিকারী শিকারের 'রান্' আদায় না করলে প্রতিটি বিভিন্ন পশুর 'রান্' এর জন্যে নিম্নে নির্দ্ধারিত হারে শিকারীর অর্থদণ্ড হতে পারে এবং এটা সরকার অনুমোদিত।

শূকরের রান্—	৫ টাকা
হরিণের রান্—	১৫ টাকা
চঙরা বা বড় হরিণের রান্—	২৫ টাকা
গব অর্থাৎ গয়ালের রান্—	৫০ টাকা

দণ্ডবিধি

১। জাতীয় বিচারে ছেনালী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়কে অর্থদণ্ড করা হয়ে থাকে এবং প্রত্যেককে আদালত নির্দ্দিষ্ট

PDF Created by hillbd.com

পরিমাপের এক একটি শূকর আদায় করার আদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। তবে স্ত্রী অপরাধীর প্রতি কিছু লঘু দণ্ড দেওয়ার বিধান আছে। তখনকার দিনে স্ত্রী অপরাধীকে শূকরের পরিবর্তে মোরগ আদায় করার বিধান ছিল।

২। জাতীয় বিচারে মৌজা হেডম্যান অপরাধীকে সর্ব্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) টাকা এবং চাকমা রাজা বাহাদুর সর্ব্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দিতে পারেন। অর্থদণ্ডের সম্পূর্ণ অংশ সংশ্লিষ্ট আদালতের প্রাপ্য। তবে সমাজপতি হিসাবে রাজা অধস্তন সামাজিক আদালত গুলো থেকে প্রত্যেকটা জাতীয় বিচারে নজরানা পেয়ে থাকেন।

৩। দণ্ডাদেশ মূলে আদায়যোগ্য শূকরগুলো অপরাধীর অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে আদালত নির্দ্দিষ্ট ৩ মুট, ৫ মুট, ৭ মুট ইত্যাদি বড় ছোট বিভিন্ন পরিমাপের হয়ে থাকে। এগুলো সমাজের প্রাপ্য। সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীরা এগুলো পাড়ার কাছে কোন ছায়াবহুল সবুজ গাছের নীচে নিয়ে পাক করে খায়। আগেকার দিনে অপরাধীদের আদায় করা শূকরের মাংস স্বহস্তে পাক করে গ্রামবাসীদের পাতে পরিবেশন করতে হত আর কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তখন বলতে হয়, 'আমি অমুক পুরুষ বা স্ত্রীলোকের সঙ্গে শূকর দণ্ড দিয়েছি, এটা সেই শূকরের মাংস।' এভাবেই তখন দণ্ড আদায় সপ্রমাণিত করা হত।

৪। 'গরবা কুহুম্' এর সঙ্গে ছেনালী অপরাধে দোষী পুরুষ এবং স্ত্রী একই সঙ্গে ছেনালী এবং অবৈধ সম্পর্কে ছেনালী এই দুই অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকে। সেজন্যে অনেক সময় এই দুই অপরাধে তাদের পৃথক পৃথক দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়ে থাকে।

৫। 'গরবা কুহুম্' এর সঙ্গে ছেনালী অপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত পুরুষ আর স্ত্রী উভয়কেই বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট মন্ত্র শুনে পরিশুদ্ধ হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। কোন কোন আদালত অতিরিক্ত শাস্তি হিসেবে অপ-

PDF Created by hillbd.com

রাধী যুগলকে কোন বটগাছের গোড়ায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কলসী জল ঢালার নির্দ্দেশ দিয়ে থাকেন। তখনকার দিনে পুরুষ অপরাধীকে মুরগীর খাঁচা গলায় ঝুলিয়ে ফাটা বাঁশের ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে নিজের অপরাধের কাহিনী বলতে বলতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করতে হত। অপরাধী যুগলকে আবার উপর নীচ তিন ভাগ করে মাঝের চুলগুলো কেটে দেওয়া হত।

৬। 'গর্‌বা কুহুম্' এর সঙ্গে ছেনালী অপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত পুরুষ কিংবা স্ত্রী দণ্ডাদেশ প্রতিপালন না করা পর্য্যন্ত সমাজচ্যুত গণ্য হয়ে থাকে। এই সময়ের মধ্যে তাকে নিয়ে সামাজিক ক্রিয়া কলাপ করা নিষিদ্ধ। একে বলে 'পাতের বার্'।

৭। জাতীয় বিচারে আরোপিত অর্থদণ্ড আপোষে আদায় করা না গেলে জেলা প্রশাসক আদালতের সক্রিয় সাহায্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম বিক্রী ক্রমে আদায় করার নজীর আছে।

৮। জাতীয় বিচার চলাকালে কোন অপরাধী পলাতক হলে কিংবা কোন জবাবদিহির জন্যে তাকে হাজির করা সংশ্লিষ্ট আদালতের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়লে, জেলা প্রশাসক আদালতের সক্রিয় সাহায্যে ওয়ারেন্ট যোগে ধরে এনে উক্ত সামাজিক আদালতে হাজির হতে তাকে বাধ্য করা হয়েছে, এমন নজীর আছে।

ইংরেজ আমলে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা (বর্ত্তমান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য) চাকমাদের সামাজিক অপরাধীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে কুখ্যাত ছিল। করদমিত্র রাজ্য বলে এই এলাকা তখন অপেক্ষাকৃত ইংরেজ শাসনের প্রভাব মুক্ত ছিল। ফলে তখনকার দিনে অপরাধীদের খুঁজে বের করে Extradition warrant যোগে সামাজিক আদালতে হাজির করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল বলে সে চেষ্টা আর করা হতনা। কালে

PDF Created by hillbd.com

কালে এ সমস্ত অপরাধী সেখানকার জনসমাজে মিশে যায়। হাল আমলে যদিও সমাজে অনাচারের কমতি নেই, অপরাধীদের আর এখন সমাজের দণ্ড এড়ানোর জন্যে অন্য কোথাও পালিয়ে বেড়াতে হয়না। সমাজের বুকেই বিশেষতঃ শহরে সমাজে তাদের আশ্রয় মিলছে।

এখন আবার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কোর্ট ম্যারেজের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আমাদের মত একটা ক্ষুদ্র সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে এটাও খুব একটা সুলক্ষণ নয়। এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে সমাজের মধ্যে বৈধ আর অবৈধ সম্পর্কের কোন সীমারেখাই থাকবেনা। কারণ, সাধারণের বিশ্বাস, রেজিষ্ট্রি করলেই সব কিছু বৈধ হয়ে গেল। চাকমা সমাজ ব্যবস্থায় কিন্তু এধরণের বিয়ে কখনই স্বীকৃত হতে পারেনা। আমাদের বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে ও এ বিষয়ে কোন শিথিলতা দেখানো হয়নি। কেউ বিয়ে করলে অবশ্যই তাকে বিধিমতে 'চুমুলাং' করতে হবে, এটাই সমাজের অলঙ্ঘনীয় রীতি। কোর্ট ম্যারেজ সে তো দুজনের মধ্যে দুটো হলফনামা মাত্র। সেখানে সমাজ কোথায়? আমাদের স্বর্গতঃ চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায় এবং দুইভাই স্বর্গীয় কুমার উৎপলাক্ষ রায় এবং স্বর্গীয় কুমার কুবলয়াক্ষ রায় প্রত্যেকে ব্রাহ্ম সমাজে বিয়ে করেছিলেন। কন্যাগৃহে ব্রাহ্মমতে তাঁদের একবার বিয়ে হলেও ওঁরা সবাই এখানে চাকমা জাতীয় প্রথামতে চুমুলাং করেন এবং সামাজিক খানা দেন। এছাড়া স্বর্গীয় রাজা নলিনাক্ষ রায় এর তিন মেয়ের সঙ্গে দুজন বৃটিশ ও একজন ভারতীয় নাগরিকের রেজিষ্ট্রি মতে বিয়ে হয়। তা সত্ত্বেও রাঙ্গামাটি রাজ বাড়ীতে এসে রাজার নির্দ্দেশ মতে পুনরায় তাদের বিধিমতে চুমুলাং করে বিয়ে সম্পন্ন করতে হয়।

সম্প্রতি আরো একটা ব্যাপার জানা গেছে, কতিপয় ক্ষেত্রে বিহারে এবং সংশ্লিষ্ট বিয়ে বাড়ীতে বৌদ্ধ ভিক্ষুর পৌরহিত্যে বিবাহ কার্য্য

PDF Created by hillbd.com

সম্পন্ন করা হচ্ছে। এটা আরও মারাত্মক ব্যাপার। ভিক্ষুদের পক্ষে এটা সম্পূর্ণ বিনয় শাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মের পরিপন্থী। ঘটনা সত্য হলে সাঙ্ঘিক বিধান মতে সংশ্লিষ্ট ভিক্ষু দের সঙ্ঘের নিকট জব বদিহি করা যেতে পারে। তবে চুমুলাং করার পর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়ে গেলে বিহারে অথবা বিয়ে বাড়ীতে কিংবা যে কোন স্থানে ভিক্ষুদের নিকট নবদম্পতি পরিত্রাণ পাঠসহ ধর্ম্মদেশনা শুনতে পারে। বুদ্ধের সময়েও এই বিধান ছিল দেখা যায়।

PDF Created by hillbd.com

চাকমা উত্তরাধিকার প্রথা

PDF Created by hillbd.com

চাকমা উত্তরাধিকার প্রথা

চাকমা উত্তরাধিকার নিয়ে এখন পর্য্যন্ত কোন বই পুস্তক লেখা হয়নি। সত্যি বলতে, সেরূপ কোন সুনির্দ্দিষ্ট বিধিবদ্ধ আইন এখনও নেই বললেই চলে, যা'কিনা চাকমাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির রক্ষা কবচ হয়ে কাজ করতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি—যা' সেই ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ আমলে জারী করা হয়েছিল এবং যা' এখনও এ জেলায় কার্য্যকরী রয়েছে.—তাতেও এর ৩৪নং ধারার ১৩ উপধারায় ব্যাপক অর্থে এ জেলা-বাসী তাবৎ উপজাতীয়দের উত্তরাধিকার স্বত্বমাত্র স্বীকার করা হয়েছে। এর কারণ বোধ হয় এই যে, সেই দুর অতীতে চাকমা সম্প্রদায়ের বিশেষ কেউই বোধহয় তাদের যাযাবর বৃত্তির কারণে ভূমির মালিক ছিলেন না। আর তাই উত্তরাধিকার বিষয়ে নানা জটিল বিষয়াদির সমীক্ষা ঠাঁই পায়নি বা ঠাঁই দেওয়ার প্রয়োজনই হয়নি। হালে কিন্তু অধিকাংশ চাকমা উপ-জাতির লোক ভূমির উপর নির্ভরশীল এবং বেশ কিছু লোক জমির মালিক। এখন সেজন্যে উত্তরাধিকার বিষয়ে একটি সুসামঞ্জস্য বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার একান্ত অভাব প্রতিপদে দেখা দেয়। অবশ্য এখানে অর্থাৎ এ জেলায় জমির মালিকেরা শুধু মালিকই। প্রকৃত মালিকানা স্বত্ব বলতে যা বুঝায় তা এখানে নেই। এখানে জেলা প্রশাসকের অনুমতি ছাড়া জমি হস্তান্তর বন্ধক ইত্যাদি কিছুই করা যায়না। জমির মালিক মারা গেলে ওয়ারিশদের নামে নামজারী করতেও জেলা প্রশাসকের আদেশ নেওয়ার প্রয়োজন হয়। অ-উপজাতীয়দের বেলায় এরূপ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার নির্ণয়ে বিশেষ কোন অসুবিধা থাকেনা কারণ, এ বিষয়ে তাদের নিজস্ব বিধিবদ্ধ আইন

PDF Created by hillbd.com

রয়েছে। কিন্তু একজন চাকমা কিংবা অন্যান্য উপজাতীয়দের বেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিতে সাধারণ উত্তরাধিকার ছাড়া এ সম্পর্কে আর কিছুই লেখেনা। কাজেই চাকমাদের উত্তরাধিকার বলতে গেলে, এ যাবৎ শুধু হাতড়ে চলেছে। তার এখনও হাঁটি হাঁটি পা। অবশ্য চাকমাদের উত্তরাধিকার নির্ণয়ে চল্‌তি রীতি নীতি আর প্রাচীন প্রথাকে এযাবৎ যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমতা আর ন্যায় পরতাই (Equity and justice) এসব চাকমা উত্তরাধিকার নির্ণয়ের মূল ভিত্তি। যেখানে সংশয় দেখা দিয়েছে সেখানে সমাজপতি হিসাবে চাকমা রাজা বাহাদুরের অভিমত চাওয়া হয়েছে এবং তাই-ই বরাবর আদালতে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে ইতস্ততঃ রূপে চাকমা উত্তরাধিকার বিষয়ে কিছুটা ব্যবস্থা বর্ত্তমানে কালে কালে তার আপন ধারায় গড়ে উঠেছে। বৃহত্তর সমাজের প্রয়োজনে এখন এসব বিচ্ছিন্ন তথ্য, বিক্ষিপ্ত নজীর যেখানে যা' আছে একসূত্রে গেঁথে রাখা একান্ত দরকার।

চাকমা উত্তরাধিকার মুখ্যতঃ পুরুষ প্রধান যেহেতু চাকমা সমাজ ব্যবস্থাই মূলতঃ পিতৃতান্ত্রিক। কয়েকটা বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া এখানে স্ত্রী উত্তরাধিকার স্বীকার করা হয়নি বললেই চলে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, চাকমা সমাজে স্ত্রী জাতি অবহেলিত। বরং সমতল বাসীদের তুলনায় চাকমা সমাজে বহু পরিমাণে স্ত্রী স্বাধীনতা আছে বলা যায়। তবু উত্তরাধিকার বিষয়ে এরূপ বিভেদ থাকার পেছনে সম্ভবতঃ সমাজের রক্ষণশীল মনোভাবই দায়ী। অসবর্ণ এবং অসম ধর্ম্মে বিবাহ ব্যাপারে যদিও কোন সামাজিক বিধি নিষেধ নেই, মনে হয় এ প্রকার ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকারান্তরে তা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। নতুবা স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তির উল্লেখযোগ্য একটা অংশ এতদিনে সমাজের বাইরে সম্পূর্ণ ভিন্ন সম্প্রদায়ের দখলে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিত।

'সুদাম্' অর্থাৎ জাতীয় প্রথামতে যে ব্যক্তি প্রথম মৃতের চিতায় আগুন দেয় আর তার পরদিন সকালে জল ঢেলে চিতা পরিষ্কার করে 'হাড় ভাসায়'

PDF Created by hillbd.com

অর্থাৎ দেহাস্থি নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে আসে, তখনকার দিনে চাকমা জাতীয় বিচারে তাকেই মৃতব্যক্তির ত্যজ্যবিত্তের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা হত। চাকমারা অত্যন্ত স্বাধীনতা প্রিয়। এজন্য সমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবার বিশেষ দেখা যায়না। সাধারণ পরিবারে বিয়ে হওয়ার সাথে সাথে ছেলে প্রায়ই পৃথকান্নে চলে যায়। একারণেই তখনকার দিনে এই 'সুদাম্' চালু হয়েছিল বলে মনে হয়, যাতে একটা ছেলে অন্ততঃ সম্পত্তির লোভে বাপের কাছে বৃদ্ধ বয়সের সহায় রূপে একান্নে থেকে যায়। এই 'সুদাম্' এর বদৌলতে তখন অনেক ঘরজামাইও শ্বশুরের সম্পত্তির অধিকারী হত। এই প্রথার অবশেষ রূপে আজো চাকমা সমাজে বাড়ীর বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষই মৃতের চিতায় প্রথম আগুন দেওয়া বিধি। এখানে যথা সম্ভব বর্ত্তমান চাকমা উত্তরাধিকার ব্যবস্থার একটা রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা গেল।

১। জাতীয় প্রথামতে পুত্রই শুধু মৃত পিতার ত্যজ্যবিত্তের উত্তরাধিকারী হয়। কন্যা সন্তান কেবল মাত্র বিবাহকাল পর্য্যন্ত ভরণ পোষণ পাওয়ার অধিকারী থাকে।

উদাহরণ ঃ

সদর মহকুমার অন্তর্গত ৯৯নং ঘাগড়া মৌজার হেডম্যান স্বর্গীয় দীন মোহন দেওয়ান চার মেয়ে এক ছেলে রেখে মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর একমাত্র ছেলে শ্রী স্নেহকুমার দেওয়ান (বর্ত্তমান হেডম্যান) তাঁর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেন।

[রাঙ্গামাটি সদর আদালতের ১৯৫২-৫৩ ইংরেজীর ১২৬নং মিউটেশন মোকর্দ্দমা।]

২। মৃতব্যক্তির এক ধিক ছেলে থাকলে সবাই হারাহারি মতে সমান অংশে পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে।

PDF Created by hillbd.com

উদাহরণ ঃ

১১৬নং রাঙ্গামাটি মৌজার রামচন্দ্র কার্বারী, অনিল কুমার ও আনন্দ কুমার নামে দুই ছেলে রেখে মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে উক্ত দুই ভাই সমান অংশে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে।

[রাঙ্গামাটি সদর আদালতের ১৯৫০-৫১ ইংরেজীর ৫৯নং মিউটেশন মোকর্দ্দমা।]

৩। মৃত ব্যক্তির একাধিক স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র সন্তান থাকলে, প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের সংখ্যা যাই হোক না কেন, সবাই হারাহারি মতে সমান অংশে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে।

উদাহরণ ঃ

১১৮নং ধনপাতা মৌজার মৃত সুধন্য চাকমার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে শান্তিপদ গৌরপদ, কৃষ্ণপদ, কালীপদ ও করুণাময় চাকমা নামে পাঁচ ছেলে এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে বিনিময় চাকমা নামে একটি মাত্র ছেলে জন্মে। বাপের মৃত্যুতে উপরোক্ত ছয় ভাই সবাই ১১৮নং ধনপাতা মৌজার ৯নং খতিয়ানের জমি সমান অংশে উত্তরাধিকার লাভ করে।

[রাঙ্গামাটি সদর আদালতের ১৯৬০-৬১ ইংরেজীর ১৫৫নং মিউটেশন মোকর্দ্দমা।)

৪। পিতার মৃত্যুর পূর্বে কোন ছেলের মৃত্যু হলে, শেষোক্ত ব্যক্তির ছেলেরা প্রথমোক্ত ব্যক্তির মৃত্যুতে তার ত্যাজ্যসম্পত্তি থেকে তাদের পিতার প্রাপ্য অংশ নিজেদের মধ্যে হারাহারি মতে সমান অংশে উত্তরাধিকার লাভ করে।

উদাহরণ ঃ

ক) ১০৬নং কামিলাছড়ি মৌজার সাবেক হেডম্যান মৃত সুরেন্দ্র নাথ দেওয়ানের বিমল চন্দ্র দেওয়ান ও দীনেশ চন্দ্র দেওয়ান নামে দুই

PDF Created by hillbd.com

ছেলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিমল চন্দ্র দেওয়ান যথাক্রমে মিহির কুমার দেওয়ান, নীতিন দেওয়ান ও সোমেন দেওয়ান নামে তিন ছেলে রেখে বাপের আগেই মারা যান। উক্ত সুরেন্দ্র নাথ দেওয়ানের মৃত্যুতে মৃত বিমল চন্দ্র দেওয়ানের উপরোক্ত তিন পুত্র তাঁর ত্যজ্য সম্পত্তি থেকে তাদের পিতার প্রাপ্য এক অর্দ্ধাংশ সম্পত্তি সমান অংশে উত্তরাধিকার লাভ করে।

[রাঙ্গামাটি সদর আদালতের ১৯৪৪ ইংরেজীর ১০০নং মিউটেশন মোকর্দ্দমা।]

খ) ৬০নং ছয়কুড়ি বিল মৌজার মৃত ভিল্লা চাকমার চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত পূর্ণকুমার ও ইন্দ্রকান্ত চাকমা নামে চার ছেলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ চন্দ্রকান্ত চাকমা যথাক্রমে সাধনমোহন, বিলমোহন আর নিরতি রঞ্জন চাকমা নামে তিন ছেলে রেখে বাপের আগে মারা যায়। ভিল্লা চাকমার মৃত্যুতে তার ত্যজ্যসম্পত্তি থেকে মৃত চন্দ্রকান্ত চাকমার উপরোক্ত তিন ছেলে তাদের বাবার প্রাপ্য এক চতুর্থাংশ সম্পত্তি সমান অংশে উত্তরাধিকার লাভ করে।

[রাঙ্গামাটি সদর আদালতের ১৯৫০-৫১ ইংরেজীর ১৪০নং মিস্ মোকর্দ্দমা।]

৫। কোন ছেলে বাপের জীবদ্দশায় পৃথকান্নে গেলে, বাপের মৃত্যুতে ঐ ছেলেও তার অপরাপর ভাইদের সঙ্গে সমান অংশে বাপের সম্পত্তি উত্তরাধিকার লাভ করে।

উদাহরণ ঃ

১১৩নং তৈমিদং মৌজার মৃত চণ্ডিয়া চাকমার দুই ছেলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কালিকুমার চাকমা বাপের জীবিত কালে পৃথকান্নে যায়। কনিষ্ঠ রাম

PDF Created by hillbd.com

কুমার চাকমা বাপের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাপের সঙ্গে একান্নে বাস করে। চণ্ডিয়া চাকমার মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠপুত্র কালি কুমার চাকমা পৃথকান্নে থাকা সত্ত্বেও বাপের সম্পত্তির সমান অর্দ্ধাংশের উত্তরাধিকার লাভ করে। বড় ভাই বাপের জীবিত কালে পৃথক হয়ে গেছে এ অজুহাতে ছোট ভাই একা সমস্ত সম্পত্তি পাওয়ার দাবী জানালে আদালতের বিচারে নাকচ হয়ে যায়।

[রাঙ্গামাটি সদর আদালতের ১৯৪৯-৫০ ইংরেজীর ১০৬নং মিউটেশন মোকর্দ্দমা।]

৬। উন্মাদ বা চিররুগ্ন ব্যক্তি তাহার অপর ভাইদের সঙ্গে সমান অংশে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে।

উদাহরণ ঃ

প্রাক্তন এম, এল, এ স্বনামধন্য স্বর্গীয় কামিনী মোহন দেওয়ানের বড় ভাই মৃত মনমোহন দেওয়ান উন্মাদ রোগগ্রস্ত ছিলেন। তাঁর বাবা স্বর্গীয় ত্রিলোচন দেওয়ানের মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁরও মৃত্যু হয়। তাঁর একমাত্র পুত্র খগেন্দ্রলাল দেওয়ান তখন তাঁর পিতামহের ত্যাজ্যসম্পত্তি থেকে তাঁর পিতৃ অংশের উত্তরাধিকার লাভ করেন।

৭। জাতীয় প্রথামতে বিধবা স্ত্রী মৃত স্বামীর ত্যাজ্যবিত্তের কোন অংশ পেতে পারেনা। তার মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত কিংবা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত শুধু ভরণ পোষণ পাওয়ার অধিকারিণী হয়ে থাকে। তবে কারও নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হলে মৃতের বিধবা স্ত্রী যাবতীয় সত্ত্বে সত্ত্ববান মৃত স্বামীর যাবতীয় ত্যাজ্যসম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে।

উদাহরণ ঃ

১২৪নং নারাইছড়ি মৌজার তিলক চন্দ্র দেওয়ান নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে ১২২নং কুতুবদিয়া মৌজাস্থ তার নামীয় ২৬নং খতিয়ানের

PDF Created by hillbd.com

জমি তার দুই বিধবা স্ত্রী মালতী দেওয়ান ও খুলাবি দেওয়ান সমান অংশে উত্তরাধিকার লাভ করে।

[রাঙ্গামাটি সদর আদালতের ১৯৪১ ইংরেজীর ১৩৮নং মিউটেশন মোকর্দ্দমা।]

৮। কারও অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হলে সেরূপ ক্ষেত্রে কন্যা সন্তান পুত্রের সমান স্বত্ব নিয়ে যাবতীয় পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে।

উদাহরণ ঃ

৫৮নং হাজারিবাক মৌজার জরৎকার মুনি চাকমার মৃত্যুতে তার এক মাত্র নাবালিকা কন্যা শ্রীমতী উর্ম্মিলা চাকমা একমাত্র ওয়ারিশ হিসাবে তার যাবতীয় ত্যাজ্যসম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে।

[রাঙ্গামাটি সদর আদালতের ১৯৪৮-৪৯ ইংরেজীর ৬৮নং মিউটেশন মোকর্দ্দমা।]

৯। পিতার মৃত্যুর পরে জাত সন্তান (Postumous child) পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে।

উদাহরণ ঃ

১১২নং উলুছড়ি মৌজার চিন্তাহরণ চাকমার মৃত্যুর অনতিকাল পরে ফুলরাণী চাকমা নামে তার একমাত্র সন্তানের জন্ম হয়। মৃতের সহোদর ভাই সুবল চন্দ্র চাকমা এবং নকুল চন্দ্র চাকমা তার ত্যাজ্য সম্পত্তির দাবীদার হলে আদালত থেকে স্বর্গতঃ চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায় বি, এ, মহোদয়ের মতামত চাওয়া হয়। তাঁর প্রদত্ত অভিমত অনুসারে তখন পূর্ব্বোক্তা নাবালিকা কন্যা ফুলরাণী চাকমাকেই মৃতের একমাত্র উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা হয়। মোকর্দ্দমা চলাকালে মৃতের

PDF Created by hillbd.com

বিধবা স্ত্রী কুমারী চাকমা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে। তা সত্ত্বেও তাকেই নাবালিকার অভিভাবকত্বে নিয়োগ করা হয়।

[রাঙ্গামাটি সদর আদালতের ১৯৫০-৫১ ইংরেজীর ১৬নং মিউটেশন মোকর্দ্দমা এবং ২৯৪নং মিস্ মোকর্দ্দমা।]

১০। কারও অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হলে মৃতের সহোদর ভাই তৎ ত্যাজ্য বিত্তের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে।

উদাহরণ ঃ

১২২নং কুতুবদিয়া মৌজার জ্ঞানেন্দ্র নাথ চাকমা পীং কৃষ্ণ চরণ চাকমা অবিবাহিত অবস্থায় মারা গেলে তার সহোদর ভাই বীরেন্দ্র লাল চাকমা তৎ ত্যাজ্যবিত্তের উত্তরাধিকার লাভ করে।

[রাঙ্গামাটি সদর আদালতের ১৯৪৯-৫০ ইংরেজীর ২৫১নং মিউটেশন মোকর্দ্দমা।)

১১। কারও অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হলে, মৃতের সহোদর ভাই কিংবা পিতা মাতা অবর্ত্তমানে মৃতের সহোদরা ভগ্নী যাবতীয় সত্ত্বে স্বত্ববান হয়ে তৎত্যাজ্যবিত্তের উত্তরাধিকার লাভ করে।

উদাহরণ ঃ

১২২নং কুতুবদিয়া মৌজার সতীন্দ্র লাল চাকমা পীং বাঙাল্যা চাকমা অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়। তার কোন সহোদর ভাই ছিলনা। তার বাপ মা দুজনও তার আগেই মারা যায়। উক্ত সতীন্দ্র লাল চাকমার মৃত্যুতে তার মালিকী ৮০নং খতিয়ানের জমি তার সহোদরা ভগ্নী ইন্দ্রমুখী চাকমা, বিনমুখী চাকমা এবং সুরজবালা চাকমা সমান অংশে উত্তরাধিকার লাভ করে।

PDF Created by hillbd.com

[রাঙ্গামাটি সদর আদালতের ১৯৪২ ইংরেজীর ৯৭নং মিউটেশন মোকর্দ্দমা।]

১২। অবৈধ সন্তান উত্তরাধিকারী হতে পারেনা।

১৩। ত্যাজ্য পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেনা।

১৪। স্ত্রীলোকের মালিকী যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পর একমাত্র তার গর্ভজাত পুত্র সন্তানই উত্তরাধিকার লাভ করে।

১৫। 'চাকমা রাজপদ' পূর্ব্বে বর্ণিত কোন উত্তরাধিকার প্রথার আওতায় পড়েনা, যেহেতু তা নিজস্ব বংশ পরম্পরাগত পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। চাকমা রাজ পরিবারে সাধারণত: রাজার জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজপদসহ সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন।

১৬। কোন চাকমা রাজার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হলে, তাঁর কোন কন্যা সন্তান থাকলে, সেই রাজ কন্যার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র দৌহিত্র সূত্রে চাকমা রাজপদ পেয়েছেন এমন নজীর আছে। যেমন, বর্ত্তমান চাকমা রাজ পরিবারের উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর। তাঁর সময় থেকেই 'চাকমা রাজপদ' 'ওয়াংঝা গঝার' মধ্যে চলে আসে। তার আগে চাকমা রাজপদ 'মুহ্‌লিমা গঝার' অধিকারে ছিল।

১৭। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, পেনসন, গ্র্যাচুইটি এবং জীবন বীমা থেকে উদ্ভূত সুযোগ সুবিধা পূর্ব্বোক্ত কোন উত্তরাধিকার প্রথার আওতায় পড়েনা, যেহেতু এগুলো নিজস্ব বিধি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তবে সংশ্লিষ্ট তহবিল নিয়ন্ত্রণ বিধি মোতাবেক মৃতব্যক্তি কোন কার্য্যকরী বণ্টন ব্যবস্থা রেখে না গেলে সেক্ষেত্রে প্রচলিত উত্তরাধিকার প্রথা অনুসারে ভিন্নতর ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

PDF Created by hillbd.com

দান ঃ

১৮। যে কোন ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় স্বইচ্ছায় তার নিজ মালিকী সম্পত্তির অংশ বিশেষ তার এক বা একাধিক ভবিষ্যত উত্তরাধিকারীকে দান করতে পারে।

উদাহরণ ঃ

৭২নং বুড়ীঘাট মৌজার সাবেক হেডম্যান এবং লেখকের পিতা মৃত অঙ্গনা রঞ্জন দেওয়ান রাঙ্গামাটি সদর আদালতের ১৯৫০-৫১ ইংরেজীর ৩১নং সাবলেটিং মোকর্দ্দমায় প্রদত্ত হুকুম মতে তাঁর নিজ মালিকী ১নং খতিয়ানের জমির অন্দর ১৮·৮৬ একর জমি লেখক ও তার ছোট ভাই গোপাল কৃষ্ণ দেওয়ানকে দান করেন।

১৯। যে কোন ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় স্বইচ্ছায় তার নিজ মালিকী সম্পত্তির অংশ বিশেষ নিজ বিবাহিতা স্ত্রীকে দান করতে পারে।

উদাহরণ ঃ

১২৪নং নারাইছড়ি মৌজার মৃত তিলক চন্দ্র দেওয়ান পীং মৃত কমলধন দেওয়ান তাঁর নিজ মালিকী ১২২নং কুতুবদিয়া মৌজাস্থ ২৬নং খতিয়ানের আংশিক কিছু জমি তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী খুলাবি দেওয়ানকে দান করেন।

[রাঙ্গামাটি সদর আদালতের ১৯৩৭ ইংরেজীর ২৪৬নং মিউটেশন মোকর্দ্দমা।]

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে পূর্ব্বোক্তা খুলাবি দেওয়ান এর পরেও স্বামীর মৃত্যুতে ২৬নং খতিয়ানের অবশিষ্ট জমি সপত্নী মালতী দেওয়ানের সঙ্গে পুনরায় সমান অংশে উত্তরাধিকার লাভ করেন। (৭নং প্রথা দ্রষ্টব্য)

PDF Created by hillbd.com

২০। যে কোন ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় স্বইচ্ছায় তার নিজ মালিকী সম্পত্তির অংশ বিশেষ নিজ কন্যাকে দান করতে পারে।

উদাহরণ ঃ

৭২নং বুড়ীঘাট মৌজার সাবেক হেডম্যান মৃত অঙ্গনা রঞ্জন দেওয়ান তাঁর বিধবা মেয়ে মনোরমা দেওয়ানকে নিজ মালিকী ১নং খতিয়ানের জমির আংশিক ১·৪৫ একর জমি দান করেন।

[রাঙ্গামাটি সদর আদালতের ১৯৫০-৫১ ইংরেজীর ৩১নং সাবলেটিং মোকর্দ্দমা।]

দত্তক ঃ

২১। যে কোন নিঃসন্তান ব্যক্তি নিজ পছন্দমত অপর কারও শিশুপুত্রকে জাতকের মাতাপিতার সম্মতিক্রমে দত্তক অর্থাৎ পোষ্য নিতে পারে। ঐ পোষ্যপুত্র পালক পিতার মৃত্যুতে তার ত্যাজ্যবিত্তের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে।

উদাহরণ ঃ

৫১নং দীঘিনালা মৌজার সুন্দরা চাকমা পীং মৃত পুণ্যধন চাকমা নিঃসন্তান থাকায় স্থানীয় এক ত্রিপুরার ছেলেকে পোষ্য গ্রহণ করে। সুন্দরা চাকমার মৃত্যুতে তার পালক পুত্র শ্রী ইন্দ্র কুমার চাকমা এই মৌজার ৩৮নং খতিয়ানের জমির অন্দর পালক পিতার অংশ ৬·০৩ একর জমি উত্তরাধিকার লাভ করে।

[রামগড় মহকুমা আদালতের ১৯৬৩-৬৪ ইংরেজীর ১৬৫নং মিউটেশন মোকর্দ্দমা।]

PDF Created by hillbd.com

উইল ঃ

২২। যে কোন ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় স্বইচ্ছায় নিজ মালিকী সম্পত্তি নিজ পছন্দমত এক বা একাধিক উত্তরাধিকারীর নামে উইল করে যেতে পারে।

উদাহরণ ঃ

১১৮নং ধনপাতা মৌজার সাবেক হেডম্যান ধনাকাজী কার্বারী তাঁর নিজ মালিকী ১১৬নং রাঙ্গামাটি মৌজার ১৩৩নং খতিয়ানের জমি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র জীবনাশ্ব কার্বারী এবং হীরালাল, মুক্তালাল ও কামিনী লাল নামে তিনজন নাতির নামে উইল করে যান।

[রাঙ্গামাটি সদর আদালতের ১৯৪৮-৪৯ ইংরেজীর ৩৩৫নং মিউটেশন মোকর্দ্দমা।]

স্বর্গতঃ রাজা নলিনাক্ষ রায় বি, এ, এবং তাঁর পিতা রাজা ভুবন মোহন রায় প্রত্যেকেই উইল করে যান।

২৩। যে কোন ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় স্বইচ্ছায় তার নিজ মালিকী সম্পত্তি তার পছন্দমত এক বা একাধিক পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক যে কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে উইল করে যেতে গারে।

উদাহরণ ঃ

প্রাক্তন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর প্রিয়তম খীসা স্ত্রী এবং একমাত্র বিবাহিতা কন্যা রেখে মারা যান। তিনি তাঁর মালিকী ২৬৫নং বাঙ্গালকাঠি মৌজার জমি জমার জন্য ১৯৬৭-৬৮ ইংরেজীর ৩১১ (ডি) নং মিস্ মোকর্দ্দমার হুকুম মতে এক উইল সম্পাদন করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর এই উইল মোতাবেক নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পার্শ্ব লিখিত হারে সেই জমির মালিকানা লাভ করে।

PDF Created by hillbd.com

১।	গীতা দেবী—	পালিতা কন্যা	'৪০ শতাংশ
২।	ইন্দিরা দেবী, স্বামী— আস্তিক মুনি চাকমা	বিবাহিত কন্যার গর্ভে তার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যা (নাতিনী)	'৪৭ "
৩।	ইন্দুবালা খীসা, স্বামী— রমনী মোহন খীসা —	মৃতের স্ত্রীর সহোদরা বড় বোনের মেয়ে	'০৪ "
৪।	মঞ্জিলা দেবী, পীং রুপীন চন্দ্র চাকমা	মৃতের স্ত্রীর সহোদরা সহোদরের মেয়ে	'০৯ "
			১'০০ টাকা

অভিভাবক নিয়োগ ঃ

২৪। পিতার অবর্ত্তমানে গর্ভধারিণী মা নাবালক সন্তানের অভিভাবিকা নিযুক্ত হয়ে থাকে।

উদাহরণ ঃ

৯৪নং কাশখালী মৌজার ঘৃতমণি চাকমা যথাক্রমে গোলমণি ও চিকন মণি চাকমা নামে দুই নাবালক ছেলে রেখে মারা যায়। তার মৃত্যুতে উক্ত মৌজায় তার যাবতীয় জমিজমা বিধবা শশীপতি চাকমার অভিভাবকত্বে নাবালকদ্বয়ের নামে নামজারী হয়।

[রাঙ্গামাটি সদর আদালতের ১৯৪৮-৪৯ ইংরেজীর ২৪৬ নং মিউটেশন মোকর্দ্দমা।]

২৫। পিতার অবর্ত্তমানে উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে কেউ সাবালক হলে বিধবা মায়ের পরিবর্ত্তে সেই সাবালক উত্তরাধিকারীকে অপরাপর নাবালক উত্তরাধিকারীদের অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়ে থাকে।

উদাহরণ ঃ

১১৬নং রাঙ্গামাটি মৌজার রামচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যার মৃত্যুর সময় যামিনী কুমার, কালঞ্জয়, বিরঙ্গ কুমার ও জগৎ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা নামে তার চার ছেলের মধ্যে বড় ছেলে যামিনী কুমার তঞ্চঙ্গ্যাই একমাত্র সাবালক

PDF Created by hillbd.com

ছিল। রাঙ্গামাটি মৌজার মৃতের নামীয় ২৪৩নং খতিয়ানের জমি উপরোক্ত চার ভাইয়ের নামে নামজারী করার সময় একমাত্র সাবালক যামিনী কুমার তঞ্চঙ্গ্যাকে তার নাবালক ভাইদের অভিভাবক নিযুক্ত হয়ে থাকে।

২৬। পিতার অবর্ত্তমানে নাবালক পুত্রের গর্ভধারিনী মা দ্বিতীয় স্বামী নিলেও তাকে নাবালকের অভিভাবিকা নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। পূর্ব্বোক্ত ৮নং এবং ৯নং উদাহরণ দেখুন।

২৭। নাবালকের উপযুক্ত অভিভাবক পাওয়া না গেলে এবং নাবালকী সম্পত্তি তছরূপ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে জেলা প্রশাসক স্বয়ং সেই নাবালকের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে থাকেন।

উদাহরণ ঃ

৬১নং মাইচ্ছড়ি মৌজার ভেলেছ চাকমা যথাক্রমে ফরাখুলা ও দাম-পেদা চাকমা নামে দুই নাবালক ছেলে রেখে মারা যায়। তার বিধবা স্ত্রী বান্ধবী চাকমা তার মৃত্যুর অনতিকাল পরে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে। তখন নাবালকদ্বয়ের অভিভাবক নিযুক্ত হওয়ার জন্য একই সময়ে তাদের মা বান্ধবী চাকমা এবং কাকা হরচন্দ্র চাকমা আদালতে ভিন্ন আর্জি পেশ করে। এই সময় কর্ণফুলী বাঁধের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ এই অঞ্চলের ঘরবাড়ী এবং জায়গা জমির জন্য সরকার তরফ থেকে ক্ষতি পূরণ দেওয়া হচ্ছিল। মৃত ভেলেছ চাকমার জমির ক্ষতি পূরণের টাকা পাওয়ার জন্যেই তাদের এই প্রচেষ্টা বুঝতে পেরে নাবালকদ্বয়ের স্বার্থ রক্ষার জন্যে জেলা প্রশাসক স্বয়ং তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন।

[জেলা প্রশাসক আদালতের ১৯৫৯ ইংরেজীর ১৪নং মিস্ রিভিয়্যু মোকর্দ্দমা।]

PDF Created by hillbd.com

সংশোধনী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	যা ছাপা হয়েছে	পরিবর্তে যা হবে
এক	৬	যে	যেন
দশ	১৭	জ্যেষ্ঠতুতো	জ্যেঠতুতো
	২১	হতে	যত
বার	১৭	রাশিয়ার পত্নী	রাশিয়ান পত্নী
সতের	১৪	উহার	উপর
আঠার	৩	সেভাবেই	যেভাবেই
	৮	এরকম শব্দের পর	'আইন' শব্দ যুক্ত হবে
	২১	Tufuell	Tufnell
উনিশ	৯	M. G. S.	H. G. S.
চব্বিশ	৫	'পরে' শব্দের পরে	দাঁড়ি স্থলে কমা হবে
একত্রিশ	৪	শহরে	শহুরে
চৌত্রিশ	১১	'সমীক্ষা' শব্দের পরে	'এতে" শব্দ যুক্ত হবে
	১৪	সুসামঞ্জস্য	সুসমঞ্জস
উনচল্লিশ	৬	চরণের প্রথমে	তা' শব্দ যুক্ত হবে
	২১	সত্ত্বান শব্দের পরে	'হয়ে' শব্দ যুক্ত হবে
চল্লিশ	১৩	Postumous	Posthumous
ছেচল্লিশ	১	পালিত	পালিতা
	২	বিবাহিত	বিবাহিতা
	৭	সহোদর শব্দের বদলে	কনিষ্ঠ শব্দ যুক্ত হবে
সাতচল্লিশ	৩	'নিযুক্ত' শব্দের পরে	'করা' শব্দ যুক্ত হবে
	৯	তছরূপু	তছরুপ
	১৬	ভিন্ন	ভিন্ন ভিন্ন
	১৭	ক্ষতিগ্রস্থ	ক্ষতিগ্রস্ত

PDF Created by hillbd.com

যাঁদের আর্থিক সহায়তায় এ বই প্রকাশিত হল

* বাবু নীলমোহন কার্বারী
জেইল রোড
রাংগামাটি

* মিসেস মঞ্জুলিকা চাকমা
বেইন টেক্সটাইল
ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনী
রাঙ্গামাটি

* বাবু জগজ্যোতি চাকমা
নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত বিভাগ
চট্টগ্রাম

* বাবু হিমাংশু বিকাশ খীসা
পাথরঘাটা
রাঙ্গামাটি

* বাবু মৃণাল কান্তি তালুকদার
কলেজ গেইট
রাঙ্গামাটি

* বাবু মতিলাল চাকমা
আগ্রাবাদ
চট্টগ্রাম

* বাবু অরিন্দম চাকমা
আগ্রাবাদ
চট্টগ্রাম

* বাবু মথুরা লাল চাকমা
বনরূপা
রাঙ্গামাটি

* বাবু ইন্দ্রনাথ চাকমা
ওয়াপদা রেষ্ট হাউস
রাঙ্গামাটি

PDF Created by hillbd.com